৪৬তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার: ১০

টপিক:

- ✓ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক-১: উন্নয়ন পরিকল্পনা ও মেগা প্রজেক্ট, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, SDG, রূপকল্প ২০৪১, উন্নয়ন পরিকল্পনার স্তরবিন্যাস।
- ✓ বাণিজ্য, বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ।

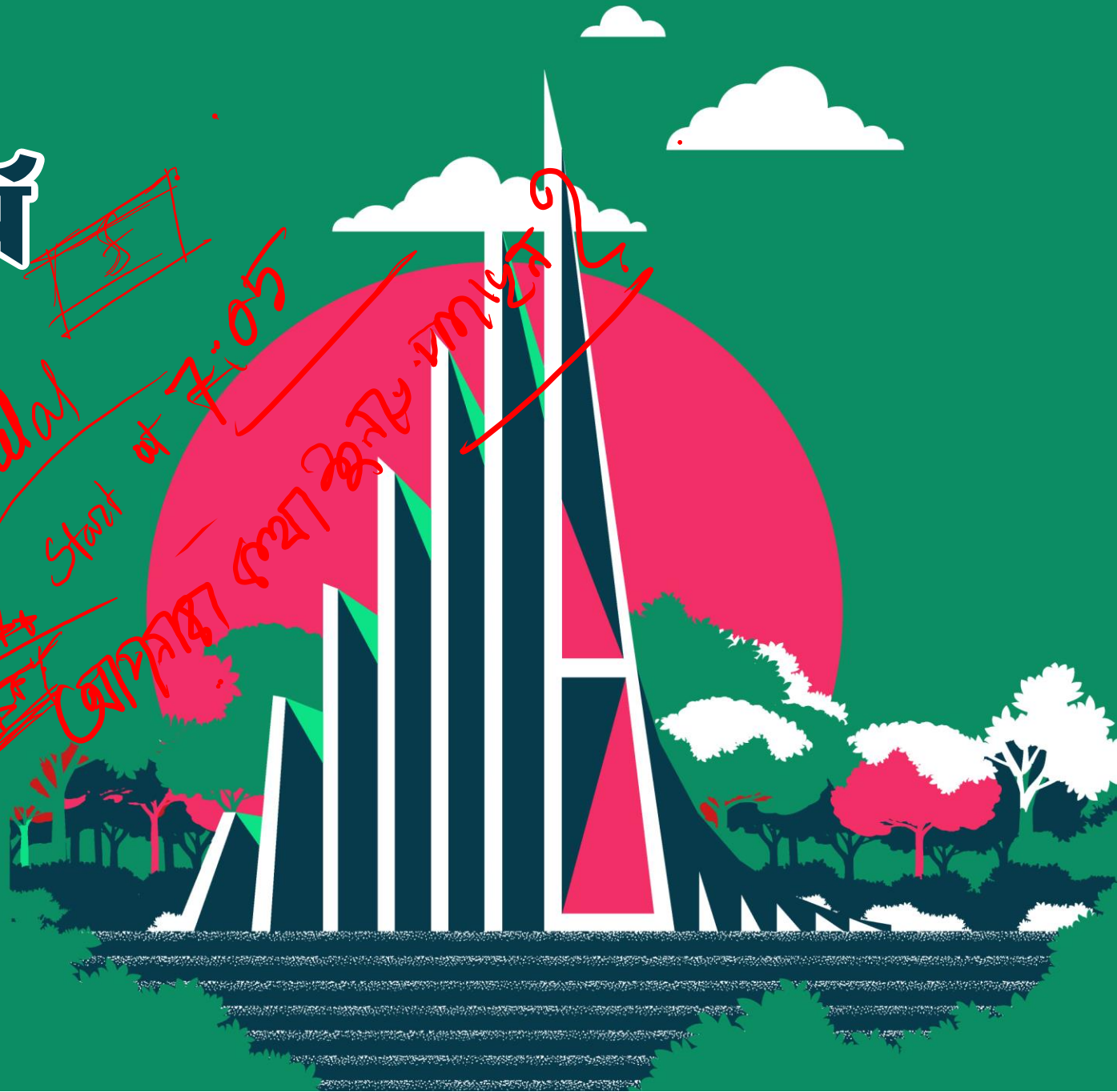

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

P W

30

50

80/40

120

1-20%

5

বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা

উন্নয়ন পরিকল্পনার নাম	মেয়াদকাল	প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা
প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৭৩ – ১৯৭৮	৫.৫ শতাংশ
দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৭৮ – ১৯৮০	–
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৮০ – ১৯৮৫	৫.৪ শতাংশ
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৮৫ – ১৯৯০	৫.৪ শতাংশ
চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৯০ – ১৯৯৫	৫ শতাংশ
পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	জুলাই, ১৯৯৭ – জুন, ২০০২	৭ শতাংশ
পঞ্চদশ বার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৯৫ – ২০১০	–
দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP)-১	জুলাই, ২০০৫ – ২০০৮	–
দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP)-২	২০০৯ – ২০১১	–
ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	জুলাই, ২০১০ – জুন, ২০১৫	৭.৩ শতাংশ
সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	জুলাই, ২০১৬ – জুন, ২০২০	৮ শতাংশ
অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	জুলাই, ২০২০ – জুন, ২০২৫	৮.৫১ শতাংশ

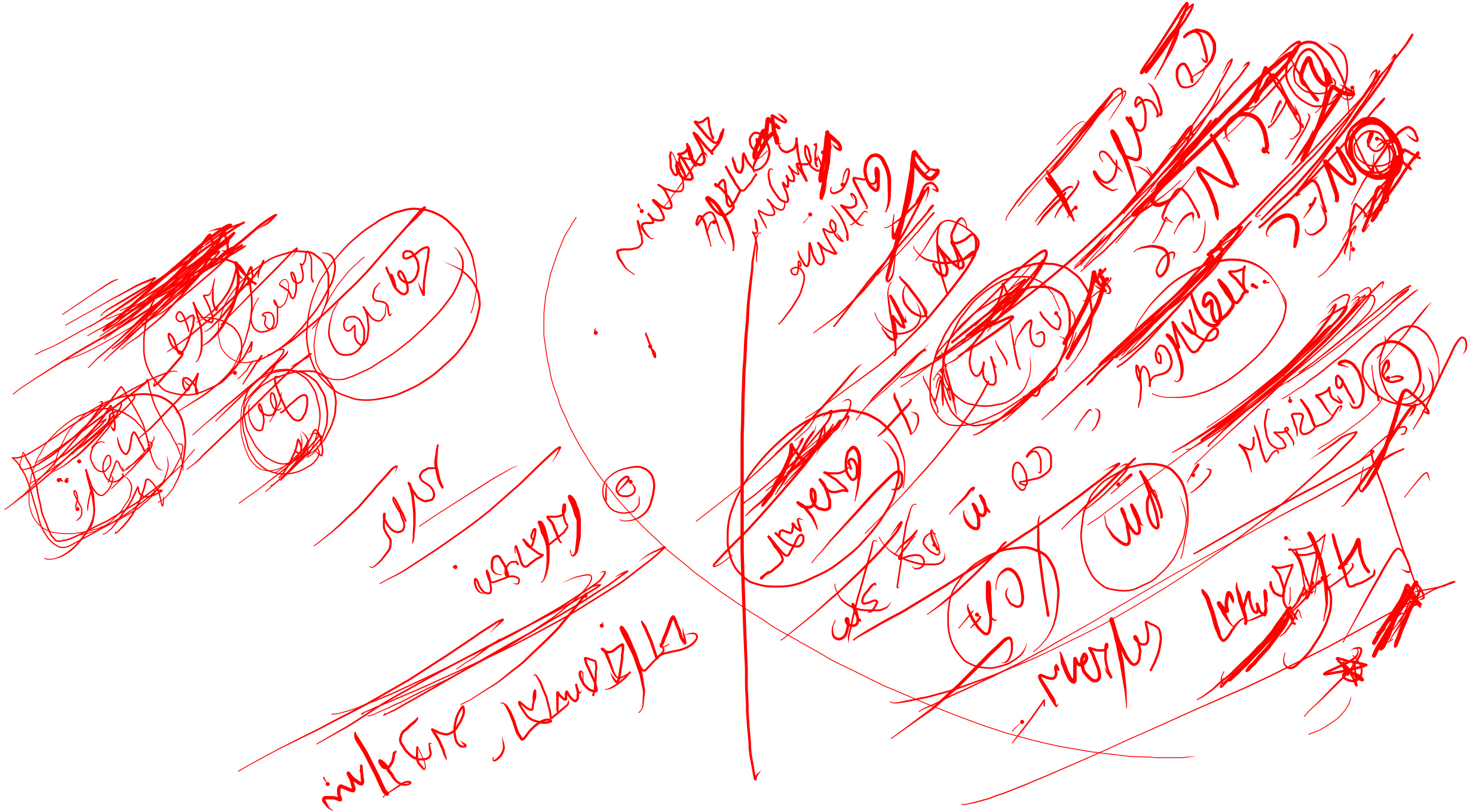

বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা

❑ পরিকল্পনা কমিশন:

গঠন: ২৯-০১-২০০৯ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশনকে নিম্নরূপে পূনর্গঠন করা হয়-

চেয়ারপার্সন	:	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।
ভাইস চেয়ারম্যান	:	পরিকল্পনা মন্ত্রী।
সদস্য	:	পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ।

❑ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের বিভাগ রয়েছে- ৬টি। যথা:

১. সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ,	৩. আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ,	৫. কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লি প্রতিষ্ঠান বিভাগ,
২. কার্যক্রম বিভাগ,	৪. শিল্প ও শক্তি বিভাগ,	৬. ভৌত অবকাঠামো বিভাগ।

PC
ED
Fn
HD

PRSP

2011

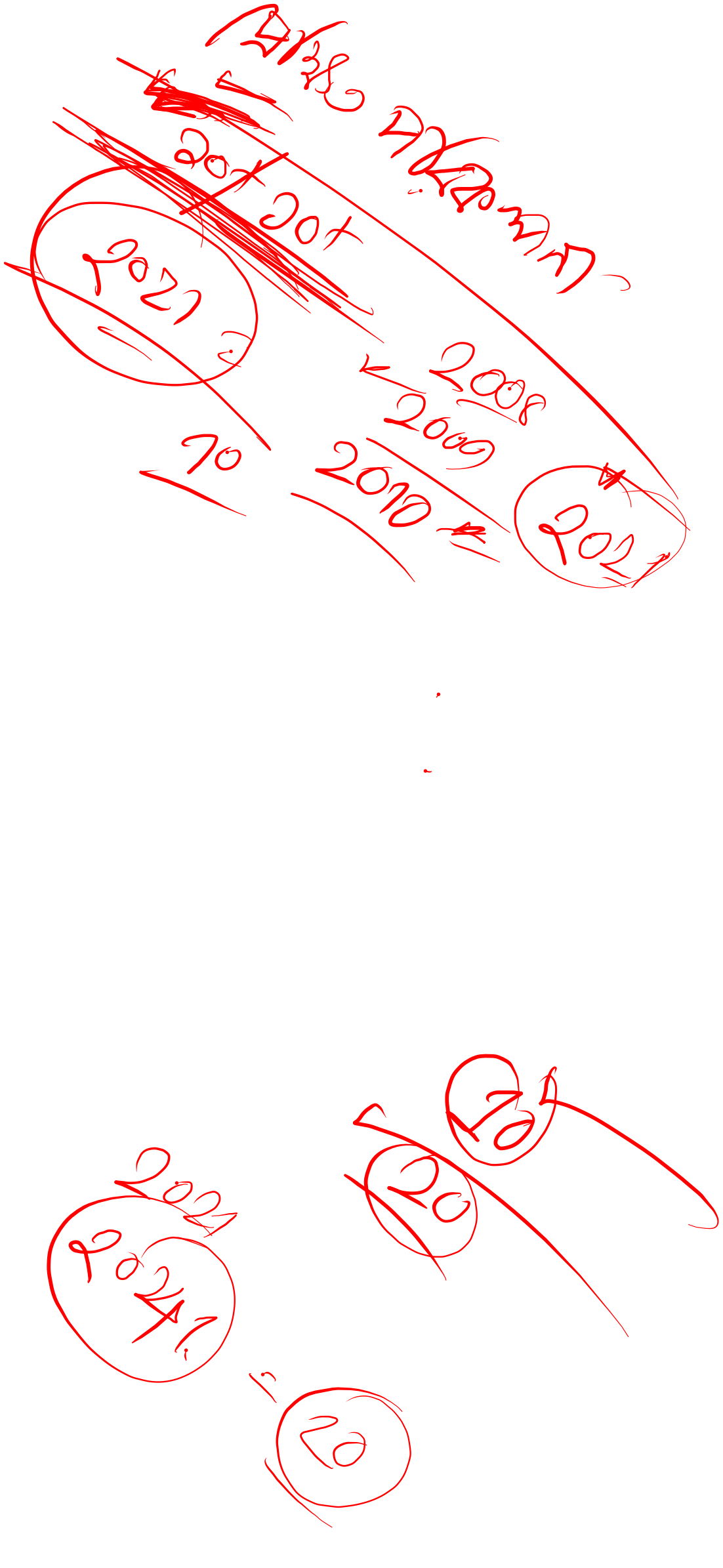

বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা

❑ **পরিকল্পনা কমিশনের কমিটিসমূহ:** (ক) NEC ও (খ) ECNEC।

(ক) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC):

- NEC এর পূর্ণরূপ National Economic Council. এটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়োজিত সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ।
- চেয়ারপার্সন: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।
- সদস্য: মন্ত্রিসভার সকল সদস্য।

➢ **NEC এর কার্যপরিধি:**

(১) দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং অর্থনৈতিক কর্মপন্থা (পলিসি) নিরূপনের প্রাথমিক পর্যায়ে সামগ্রিক দিক নির্দেশনা প্রদান;

(২) পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং কর্মপন্থা চূড়ান্তকরণ এবং অনুমোদন প্রদান;

(৩) উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(৪) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(৫) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের দায়িত্ব পালনে সহায়ক বিবেচিত যে কোনো কমিটি গঠন।

NEC

PM

state m

Deputy

ECNEC

PM

Ee

Vic

Mr

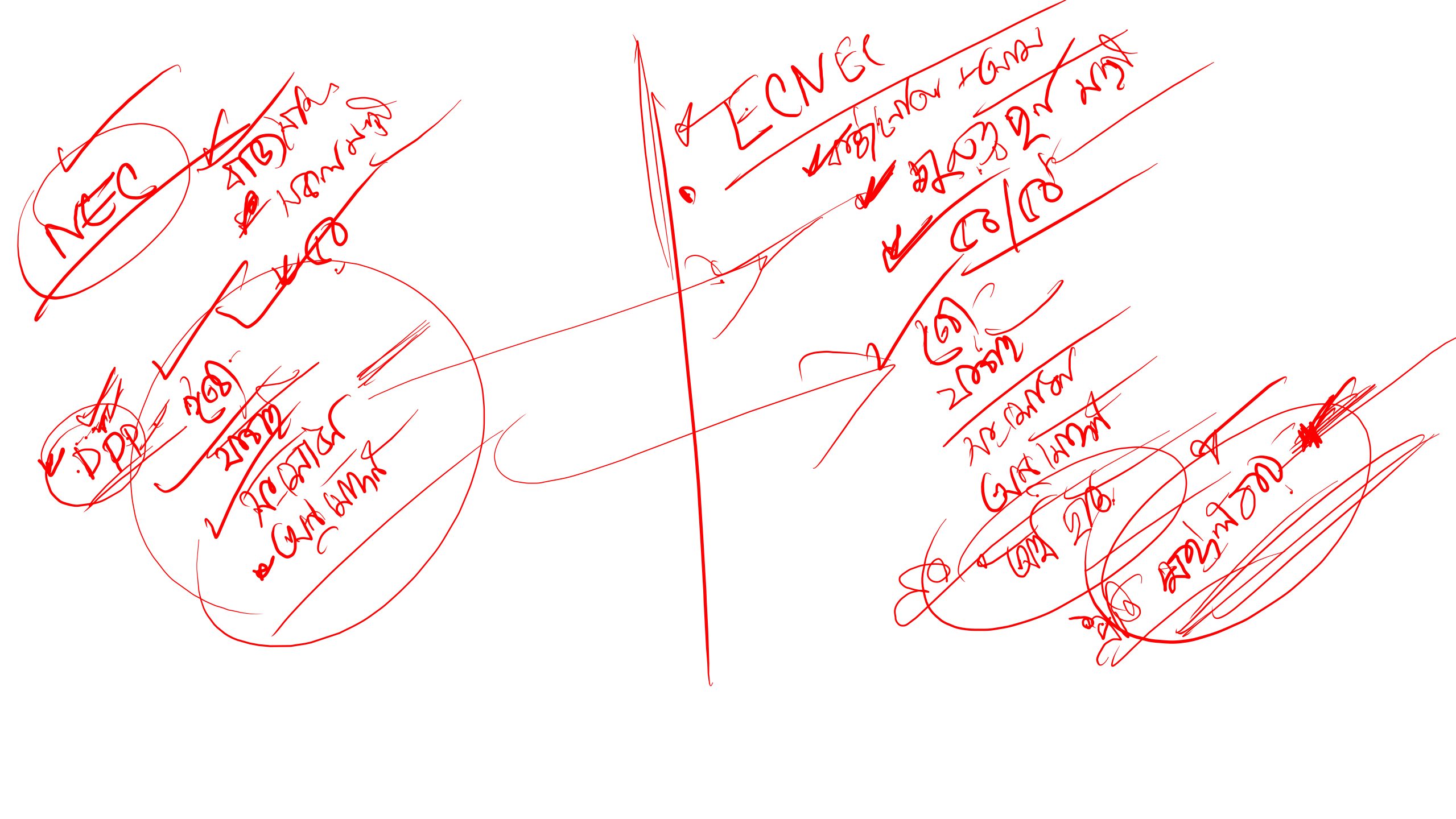

(খ) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNEC):

- Executive Committee of National Economic Council অর্থাৎ ECNEC হলো অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সংস্থা।
- সভাপতি/চেয়ারপার্সন: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।
- বিকল্প চেয়ারম্যান: মাননীয় অর্থমন্ত্রী।
- সদস্য: সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিগণ।
- প্রতি মঙ্গলবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে ECNEC এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

❑ ECNEC এর কার্যপরিধি:

(১) সকল বিনিয়োগ প্রকল্পের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (DPP) বিবেচনা ও অনুমোদন;

(২) সরকারি খাতে ৫০ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে মোট বিনিয়োগ ব্যয় সংবলিত প্রকল্পসমূহ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (PEC) সভার সুপারিশ বিবেচনা ও অনুমোদন;

(৩) উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(৪) বেসরকারি উদ্যোগ, যৌথ উদ্যোগ অথবা অংশগ্রহণমূলক বিনিয়োগ কোম্পানি সমূহের প্রস্তাব বিবেচনা;

(৫) দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবীক্ষণ, এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারনী বিষয়সমূহ পর্যালোচনা; এবং

(৬) বৈদেশিক সহায়তার বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনা ও অনুমোদন এবং উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

EM
PM
PO

বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা

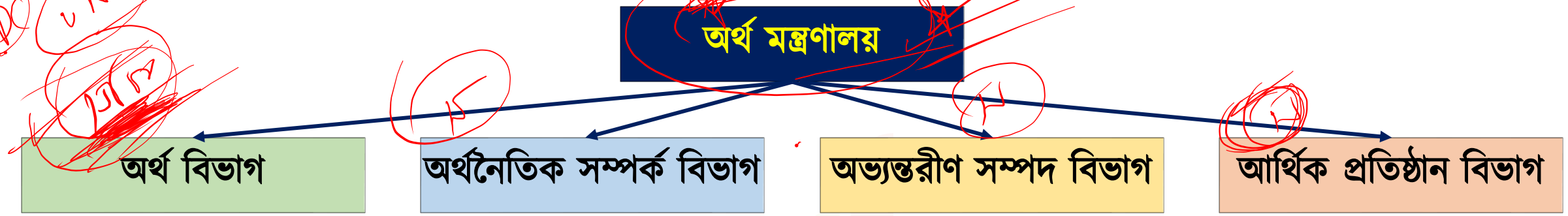

অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিভাগসমূহ	কাজ
অর্থবিভাগ (Finance Division)	অর্থ ব্যয় ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ করে।
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD) (Economic Relation Division)	পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) অর্জনে প্রয়োজনীয় সরকারি বিনিয়োগ নিশ্চিতকল্পে বৈদেশিক অর্থায়ন সংগ্রহের কাজ করে।
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (IRD) (Internal Resource Division)	অভ্যন্তরীণ রাজস্ব, জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি, ভূমি রাজস্ব ব্যতীত আয়কর, কাস্টমস ডিউটি ফি, সকল কর সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) এই বিভাগের অধীনে পরিচালিত হয়।
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (BFID) (Bank & Financial Institution Division)	ব্যাংক, নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ক্যাপিটাল মার্কেট, বিমা খাত এবং মাইক্রোক্রেডিট খাতের সঙ্গে সম্পর্কিত আইন ও নীতি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা।

পরিকল্পনা প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

সরকারের উন্নয়ন দর্শন বিশ্লেষণ করে পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ নেয় এবং তা GED এর কাছে প্রেরণ করে।

↓

GED প্রথমে একটি খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং তা পাঠিয়ে দেয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে।

↓

মন্ত্রণালয়গুলো প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে তা আবার GED এর কাছে পাঠিয়ে দেয়।

↓

GED পরিকল্পনাগুলো নির্দেশনা অনুযায়ী সংশোধন করে তা NEC এর কাছে পাঠিয়ে দেয়।

↓

NEC পরিকল্পনাগুলো তার সভায় উপস্থাপন করে। চেয়ারপার্সন ও অন্যান্য সদস্য কর্তৃক পরিকল্পনাগুলো গৃহীত হলে তা ECNEC-এ পাঠিয়ে দেয়।

↓

ECNEC প্রতিটি পরিকল্পনার জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয় এবং পরিকল্পনাগুলোর অনুমোদন দিয়ে থাকে।

PC
DPP
GED
GED
NEC
ECNEC
PM

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)/ ভিশন-২০৪১

মেয়াদ

২০ বছর মেয়াদি (৪টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) এ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (GED). চারটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হলো:

১. অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই, ২০২০ – জুন, ২০২৫) সাল।	২. নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই, ২০২৫ – জুন, ২০৩০) সাল।
৩. দশম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই, ২০৩০ – জুন, ২০৩৫) সাল।	৪. একাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই, ২০৩৫ – জুন, ২০৪০) সাল।

প্রাতিষ্ঠানিক স্তম্ভ

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার প্রাতিষ্ঠানিক স্তম্ভ ৪টি।

১. সুশাসন ২. গণতন্ত্রায়ন ৩. বিকেন্দ্রীকরণ ৪. সক্ষমতা বৃদ্ধি।

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

- দারিদ্র্য দূর করে সোনার বাংলা গঠন।
- সুশাসন আরও সুসংহত করা।
- একটি আধুনিক ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গঠন।
- টেকসই উন্নয়ন সাধন করা।

২০৭১

দারিদ্র্যতা

১) অতি দরিদ্র = ৫%
২) দরিদ্র
২) মধ্য
৩) মানুষ

৩৭% (৯%)
৬% ৫%
২০০৭
২০০৭
২০০৭

প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল
শিশু মৃত্যু
মাতৃমৃত্যু
স্বাক্ষরতা
নিরাপদ পানি

২০০০
২০০৭

মাথাপিছু আয় = ২২.৮০০ $
GDP growth = ৮.৩%
বিনিয়োগ = [illegible]
GDP = ২০%
Export = ১১% বৃদ্ধি
Import = ১০% বৃদ্ধি
FDI = ২-৩%
GDP ৩%

LDC
LMIC
HMIC
DC
২২.৮০০ $

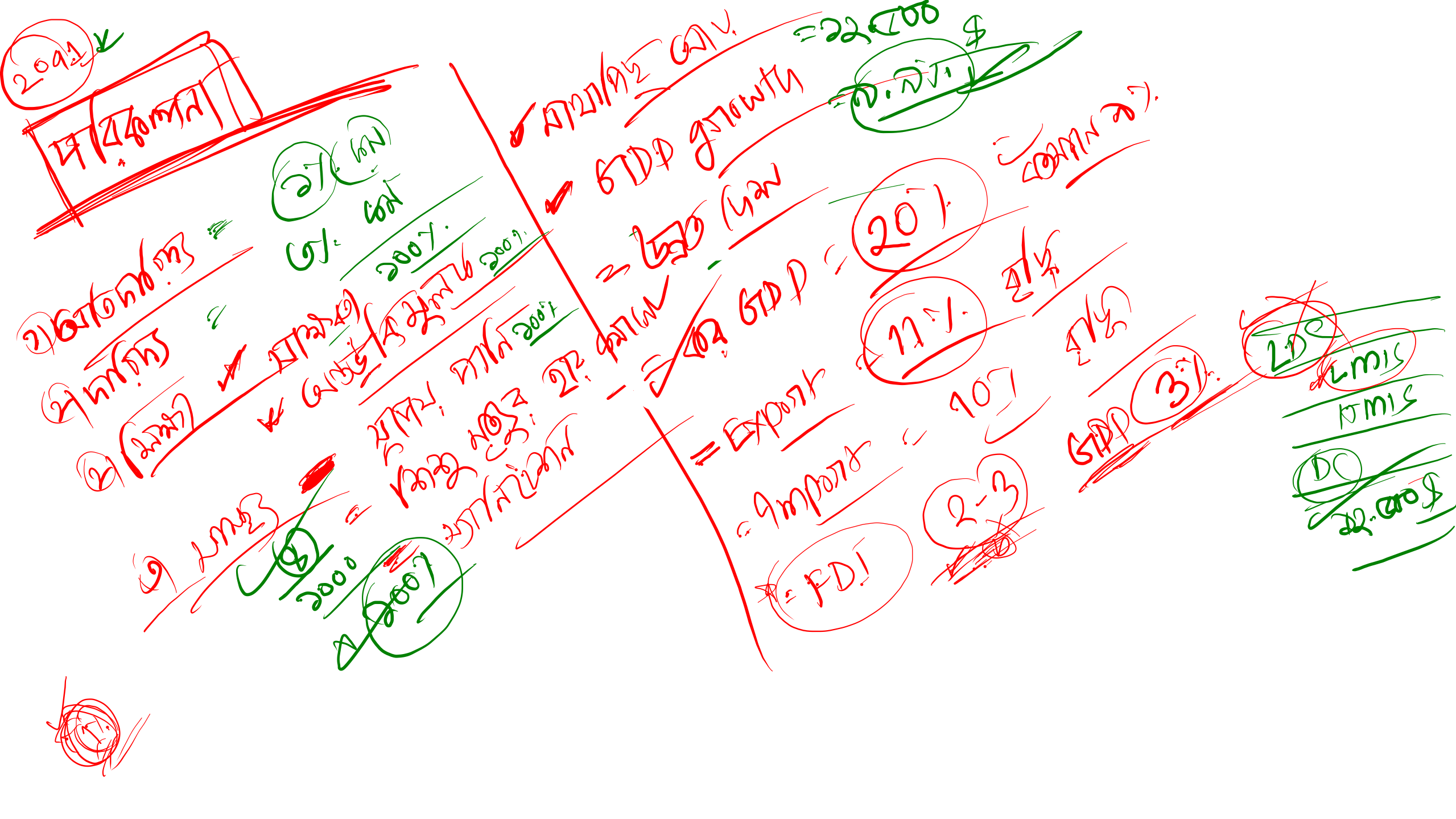

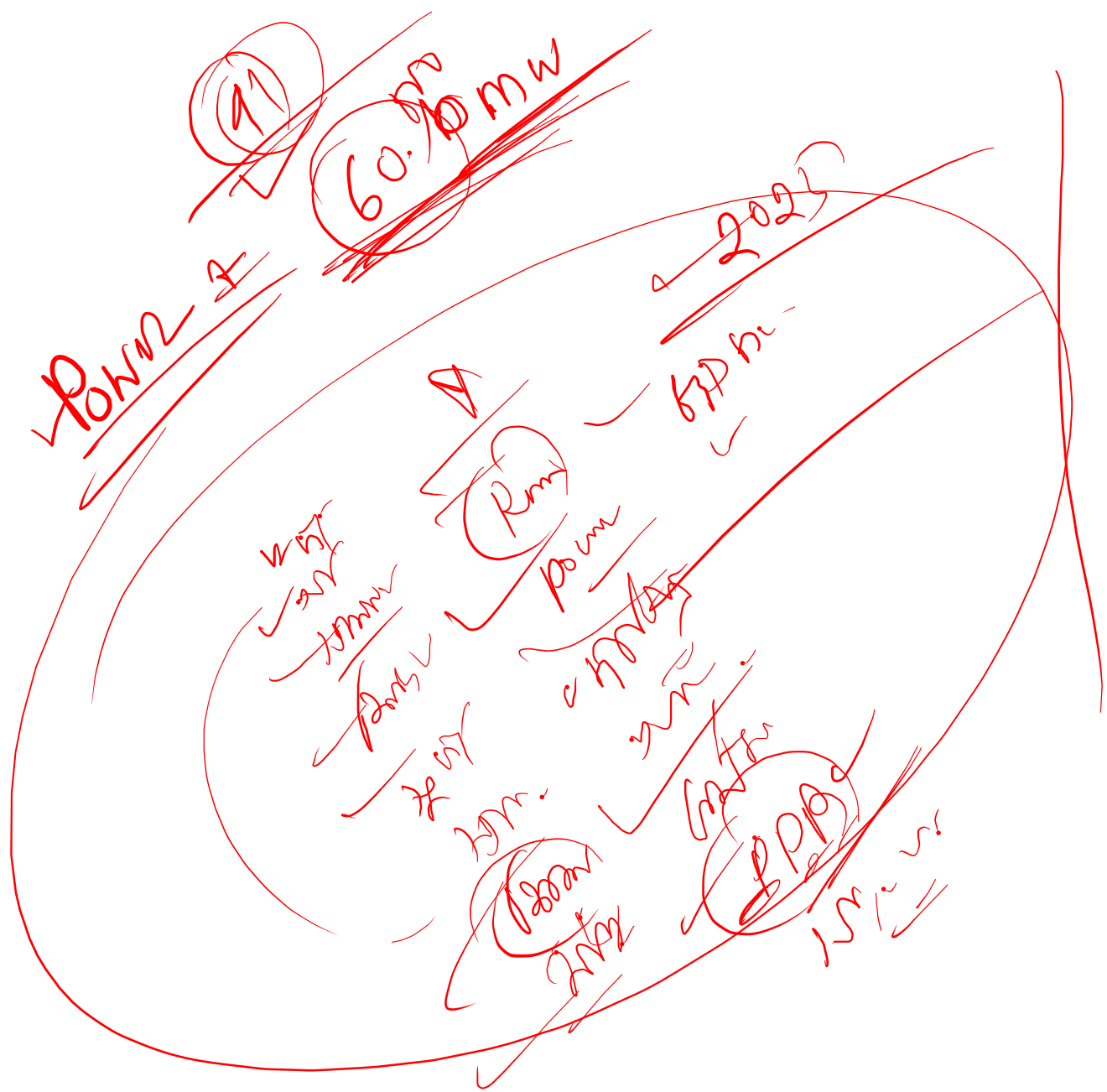

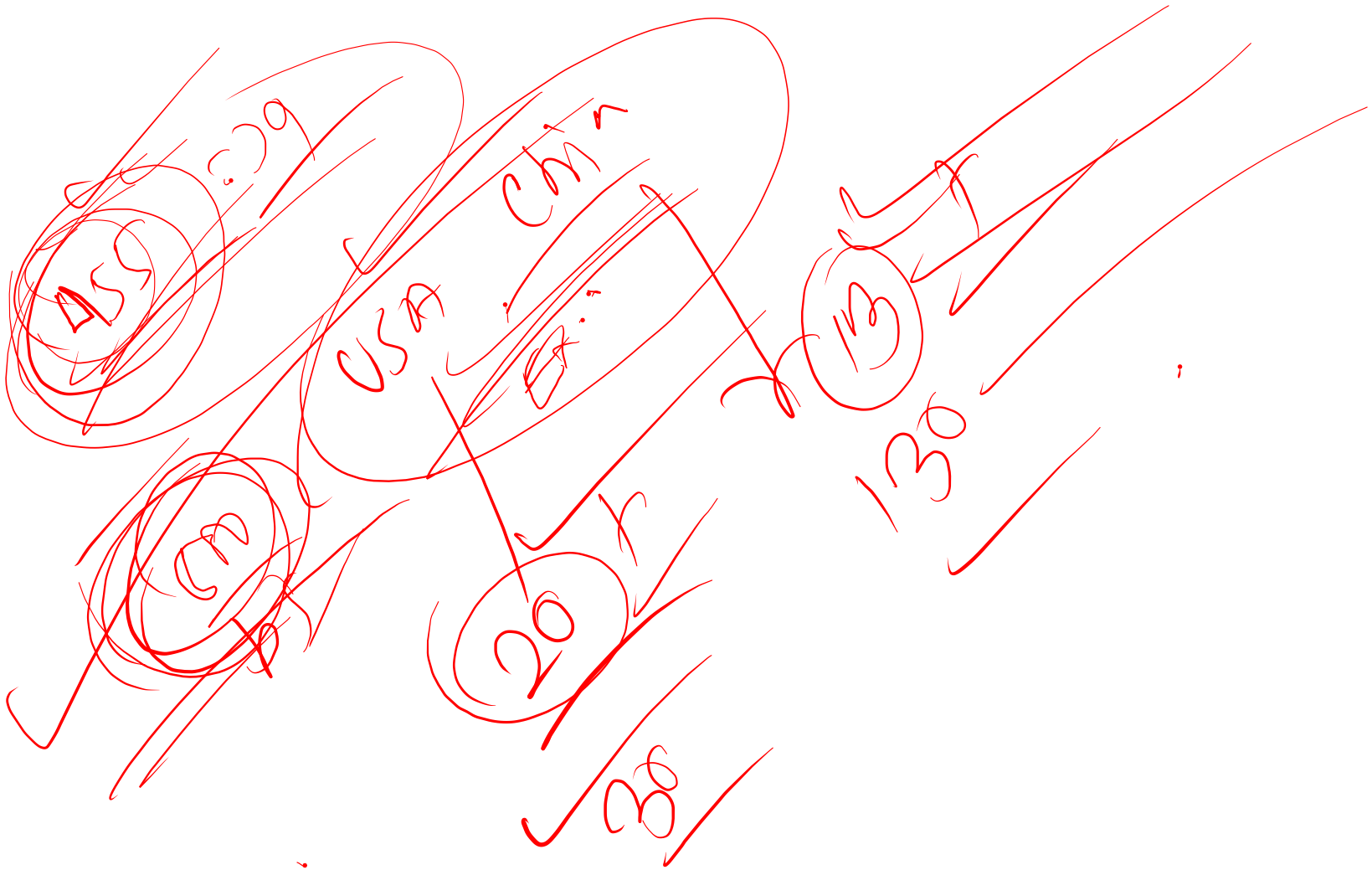

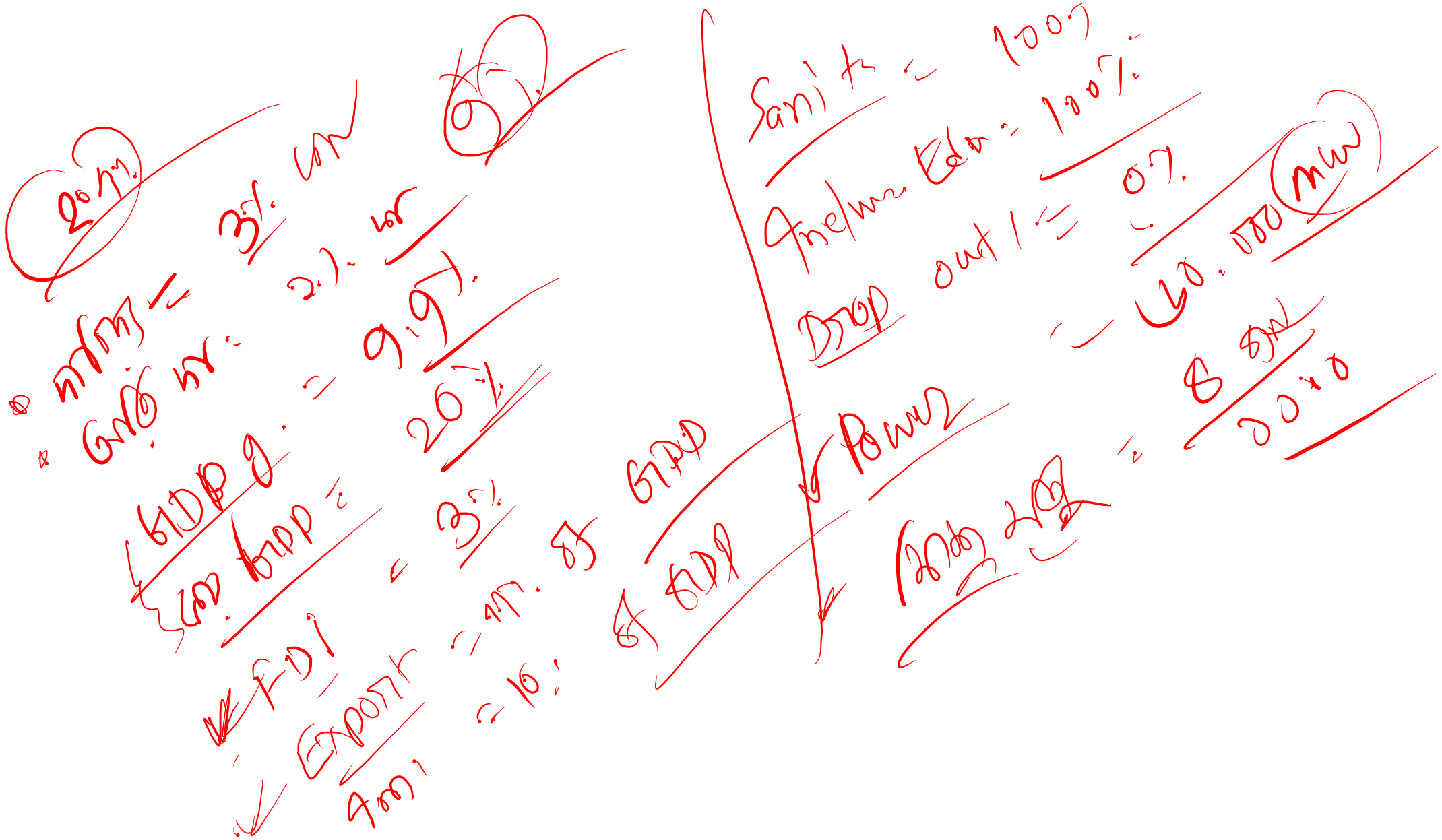

২০৭১

3% = 2% = 7.7% = 20%

GDP

GDP = 3%

FDI

Export = 10

GDP

Sanitation = 100%

Primary Edu = 100%

Drop out = 0%

40,000 MW

Power

8 lakh

2030

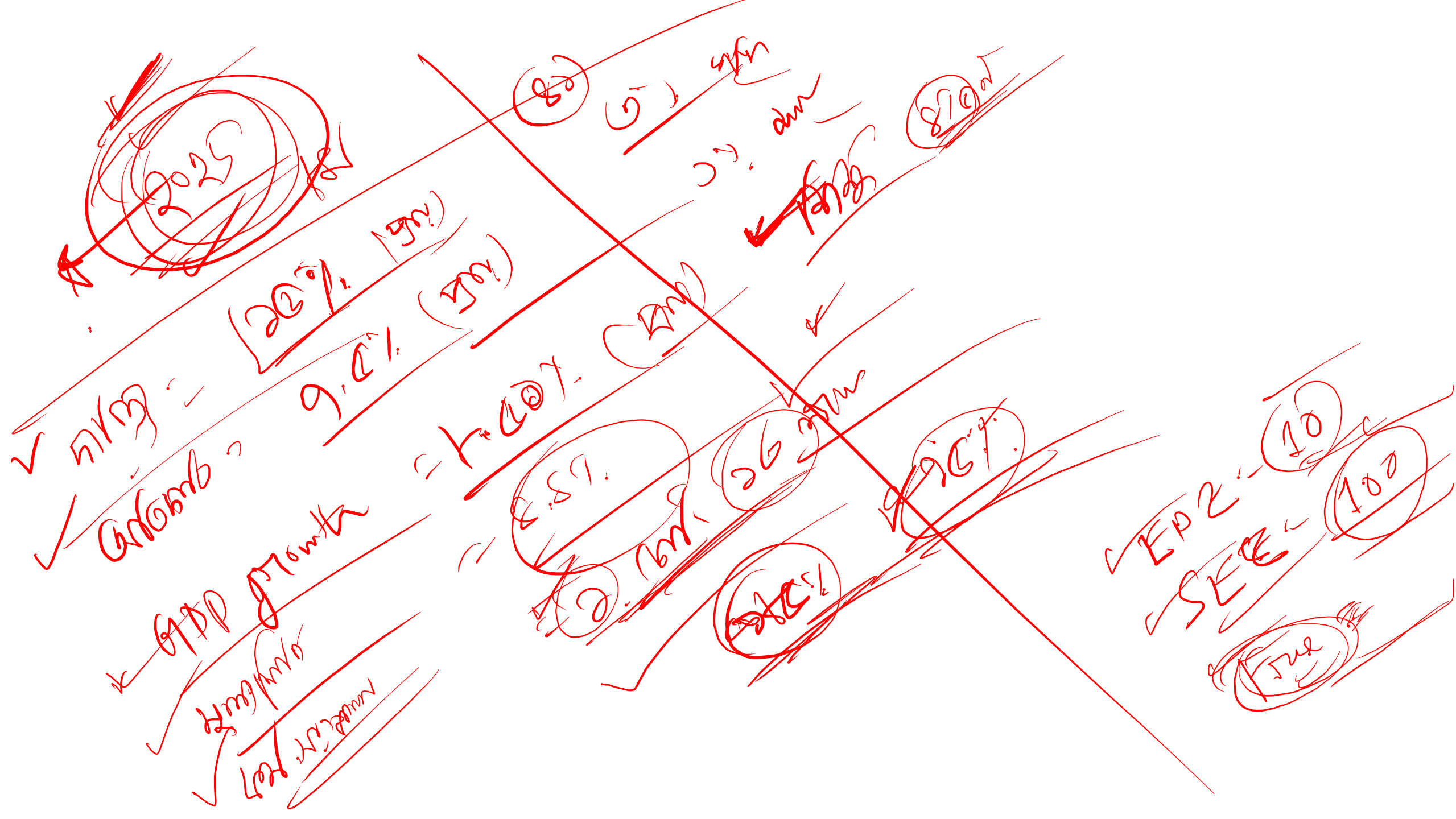

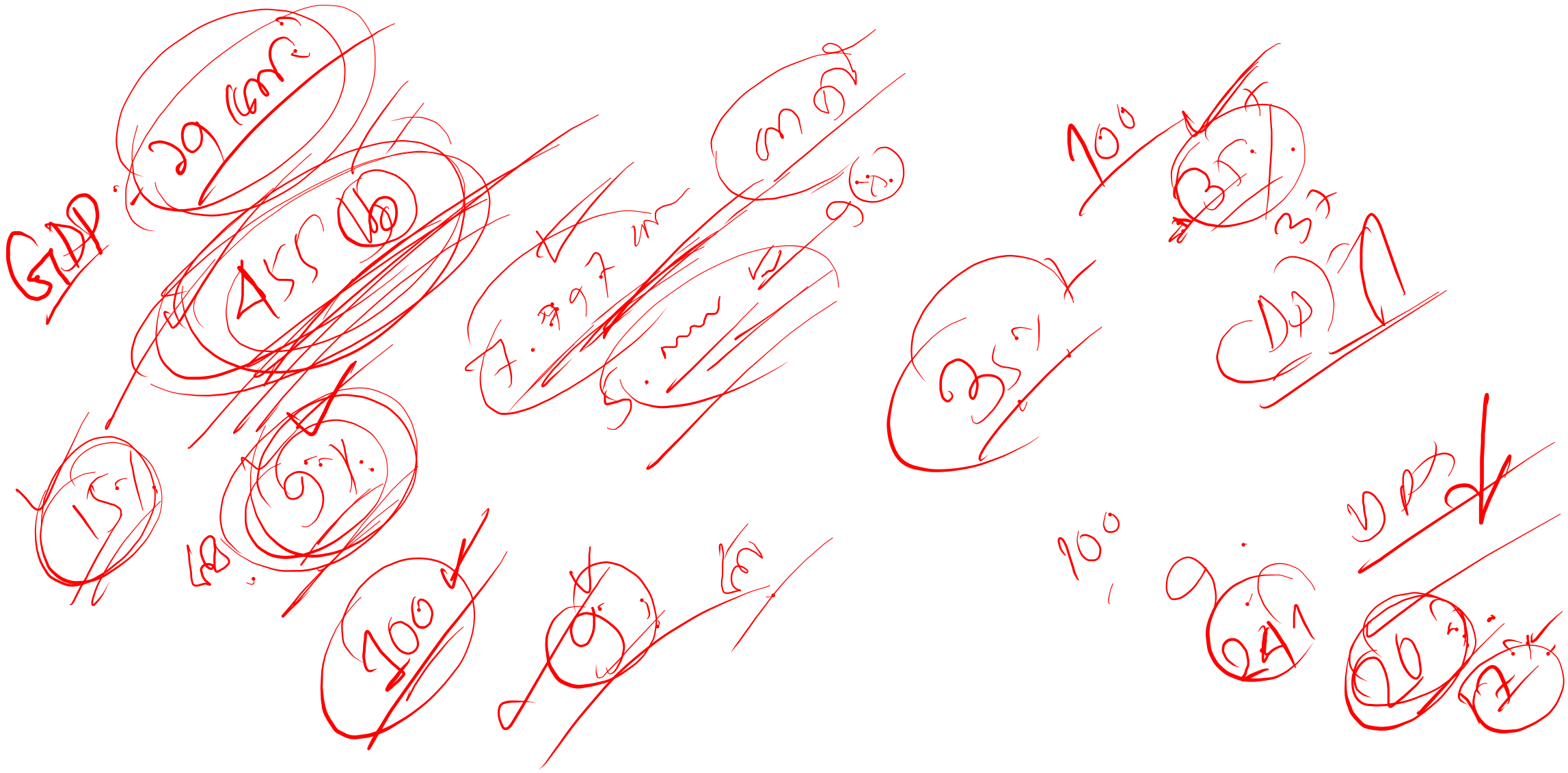

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)/ ভিশন-২০৪১

প্রধান অভীষ্টসমূহ

১. ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ, যেখানে বর্তমান মূল্যে মাথাপিছু আয় হবে ১২,৫০০ মার্কিন ডলারের বেশি এবং যা হবে ডিজিটাল বিশ্বের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

২. বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা, যেখানে দারিদ্র্য হবে সুদূর অতীত। দারিদ্র্য অভীষ্ট নিম্নরূপ:

বিষয়	ভিত্তি বছর (২০২০)	অভীষ্ট ২০৩১	অভীষ্ট ২০৪১
মাথাপিছু আয়	২০৬৪ USD	৫৯০৬ USD	১২,৫০০ USD
GDP প্রবৃদ্ধি	৮.২%	৯.০%	৯.৯%
দারিদ্র্যের হার	১৮.৮%	৭.০%	<৩.০%
চরম দারিদ্র্যের হার	৯.৪%	২.৩%	<১.০%

৩. পরিবেশ সুরক্ষা।

৪. উদ্ভাবনী জ্ঞানের বিকাশ।

৫. অর্থনীতির বিকাশ ও উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি।

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)/ ভিশন-২০৪১

এছাড়াও –

- ✓ মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ু হবে ৮০ বছর (প্রায়)।
- ✓ শিশু মৃত্যু হার হবে প্রতি হাজারে ৪ জন।
- ✓ মূল্যস্ফীতির হার হবে ৪.৫ শতাংশ।
- ✓ আমদানি ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ১০% ও ১১% হবে।
- ✓ গ্রামেই শহরের পরিবেশ পাবে ৮০% মানুষ।
- ✓ FDI হবে মোট GDP এর ৩% যা বর্তমানে ১%।
- ✓ প্রবাসী আয় হবে GPD এর ২%।
- ✓ বর্তমান বিনিয়োগ জিডিপির অনুপাত ৩২.৭৬% হলেও ২০৪১ সালের মধ্যে তা ৪৬.৮৮% এ উন্নীত করা হবে।

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)/ ভিশন-২০৪১

প্রাতিষ্ঠানিক স্তম্ভ

- **সুশাসন প্রতিষ্ঠা:** বিচার ব্যবস্থা, গণমুখী জনপ্রশাসন, দক্ষ ভূমি ব্যবস্থাপনা, সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উন্নয়নের মাধ্যমে সুশাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ করা হবে।
- **গণতন্ত্রায়ন:** বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের উপস্থিতি থাকবে, যেখানে সকল নীতি ও কৌশলের প্রতিফলন ঘটবে এবং সব মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে।
- **বিকেন্দ্রীকরণ:** তৃণমূল পর্যায়ে প্রশাসনিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা।
- **প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি:** এর উদ্দেশ্য হলো অর্থনীতির সাথে প্রতিষ্ঠানগুলোর কৌশলগত সম্পর্ক বৃদ্ধি, সম্পদ উন্নয়ন ও অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা পদ্ধতির সক্ষমতা বৃদ্ধি।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল

আর্থিক পরিচালন কৌশল

▪ কর-জিডিপির অনুপাত জিডিপির ২০% এ উন্নীতকরণ, যা বর্তমানে ৯%।	▪ মূল্যস্ফীতির কাঙ্ক্ষিত হার বছরে ৪.৫% এ রাখা।
▪ প্রত্যক্ষ কর (আয়কর ও কর্পোরেট কর) এবং VAT এর উপর জোর দেয়া।	▪ সুসমন্বিত মুদ্রা ও আর্থিক নীতিমালা প্রণয়ন করা।
▪ সরকারি ব্যয়ের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।	▪ সরকারি ব্যয় আরও দরিদ্রমুখী ও পরিবেশ বান্ধব করা।

প্রমাণ

১। প্রত্নতাত্ত্বিক

২। ঐতিহাসিক

৩। সাহিত্য

৪। মুদ্রা

৫। লেখমালা

২০১১

২। প্রমাণ

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)/ ভিশন-২০৪১

- **সঞ্চয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি:** ২০৪১ সালের মধ্যে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ৪৬.৮৮% এবং গড়ে ৪০% ধরা হয়েছে। এজন্য
  - ✓ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি করতে হবে।
  - ✓ বৃহৎ অবকাঠামোতে সরকারি অর্থায়ন বাড়াতে হবে।
- **দারিদ্র্য শূন্য দেশ**
  - ✓ ২০৪১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য ন্যূনতম (<১%) নামিয়ে আনা।
  - ✓ ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ন্যূনতম পর্যায়ে (<৩%) আনা।
- **মানবসম্পদ উন্নয়ন:** বাংলাদেশ বর্তমানে Demographic Dividend (১৫-৬৪ বছর) সুবিধায় আছে। এ সুবিধাকে কার্যকর করার লক্ষ্যে –
  - ✓ সাশ্রয়ী ব্যয়ে সকলের জন্য চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করা।
  - ✓ সাশ্রয়ী মূল্যে স্বাস্থ্য বিমা স্কিম ও সকল কর্মীকে এর আওতায় আনা নিশ্চিত করতে হবে।
  - ✓ ১২ বছর পর্যন্ত সর্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষা।
  - ✓ একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা।
  - ✓ শতভাগ সাক্ষরতা।
  - ✓ কর্মভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়া।

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)/ ভিশন-২০৪১

- **পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে টেকসই কৃষি**
  - ✓ লবণাক্ত সহিষ্ণু শস্যজাত উদ্ভাবনের জন্য গবেষণার প্রসার।
  - ✓ সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পুষ্টিমান বৃদ্ধি।
  - ✓ শস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থার সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি।
  - ✓ টেকসই উপায়ে নিবিড় কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার বিস্তার।
  - ✓ কৃষিজ উৎপাদন ও জীবিকার বহুমুখীকরণ।
  - ✓ উন্নত আগাম আবহাওয়া পূর্বাভাস ব্যবস্থার জোরদার।
- **চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে বাণিজ্য**
  - ✓ বাণিজ্য উদারীকরণ ও শিল্প বাণিজ্যে ডিজিটাল উদ্ভাবন।
  - ✓ বাণিজ্য সহায়ক সেবার গতি বৃদ্ধি করা।
  - ✓ ক্ষুদ্র বহুজাতিক উদ্যোগের উদ্ভব ও বিকাশ।

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)/ ভিশন-২০৪১

➢ কর্মসংস্থানের সমস্যা মোকাবিলায় কৌশল

- ✓ প্রশিক্ষণ ও স্বীকৃতি সনদের মান আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করা।
- ✓ শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ বর্তমান ৩৩% হতে ৪৫% করা।
- ✓ দক্ষতা নির্ভর কর্মসংস্থানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।
- ✓ প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা।

➢ টেকসই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

- ✓ আগামী ২০ বছরের (২০২১-৪১) মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিবছর গড়ে ৩১০০ মেগাওয়াট বৃদ্ধির মাধ্যমে ৬০০০০ মেগাওয়াট এ উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ✓ নবায়নযোগ্য খাত হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি।
- ✓ প্রাথমিক জ্বালানির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ।
- ✓ এ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ।

➢ ডিজিটাল সুবিধাদি ও উদ্ভাবন

❖ একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উপযুক্ত মানবসম্পদ উন্নয়ন।

❖ জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়া।

❖ ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে বেসরকারি খাত ও বাজার ব্যবস্থা অধিকতর উৎপাদনশীল ও প্রতিযোগিতা সক্ষম করা। তাছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ও থ্রি-ডি প্রিন্টিং এর মতো প্রযুক্তি বর্তমানে কৃষি, ম্যানুফ্যাকচারিং ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা থেকে শুরু করে সবকিছুর উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে যাচ্ছে। এজন্য –

- ✓ নতুন নতুন সফটওয়্যার উদ্ভাবন ও ডিজিটাল সেবা প্রদান।
- ✓ বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উদ্ভাবনের সাথে শ্রম-সুবিধার সংমিশ্রণ ঘটা।
- ✓ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও চৌকস যন্ত্রপাতির মাধ্যমে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এগিয়ে নেয়া।

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)/ ভিশন-২০৪১

➢ **নগরায়ন ব্যবস্থা:** ২০৪১ সাল নাগাদ ৮০% জনগণ নগরে বাস করবে। নগরের ভৌত ও প্রাকৃতিক পরিবেশ হবে ভারসাম্যপূর্ণ এবং বস্তি থাকবে না, উন্নত মানের সেবা প্রদান করা হবে। এছাড়াও –

✓ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করা।

✓ Good Governance প্রতিষ্ঠা করা।

✓ জেন্ডার সমতা ও অনগ্রসরদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

✓ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ও সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা উন্মোচন।

চ্যালেঞ্জসমূহ

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার ১৫টি মূল চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

১. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব : বাস্তুহারা, কৃষি উৎপাদন হ্রাস, শরণার্থী বৃদ্ধি পাবে।

২. LDC থেকে উত্তরণের পর চ্যালেঞ্জ : মোট রপ্তানি ১১% হ্রাস পেতে পারে।

৩. রপ্তানি বহুমুখীকরণের চ্যালেঞ্জ : ক. রপ্তানি পণ্য বৃদ্ধি। খ. রপ্তানির বাজার সম্প্রসারণ।

৪. GDP-র ব্যবহার বৃদ্ধি : সরকারি ব্যয় মেটানোর জন্য সামনের দিনে GDP অনুপাতের ১৭% কর আদায়ে উন্নীত করতে হবে।

৫. করোনা মহামারী ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রভাব পড়বে।

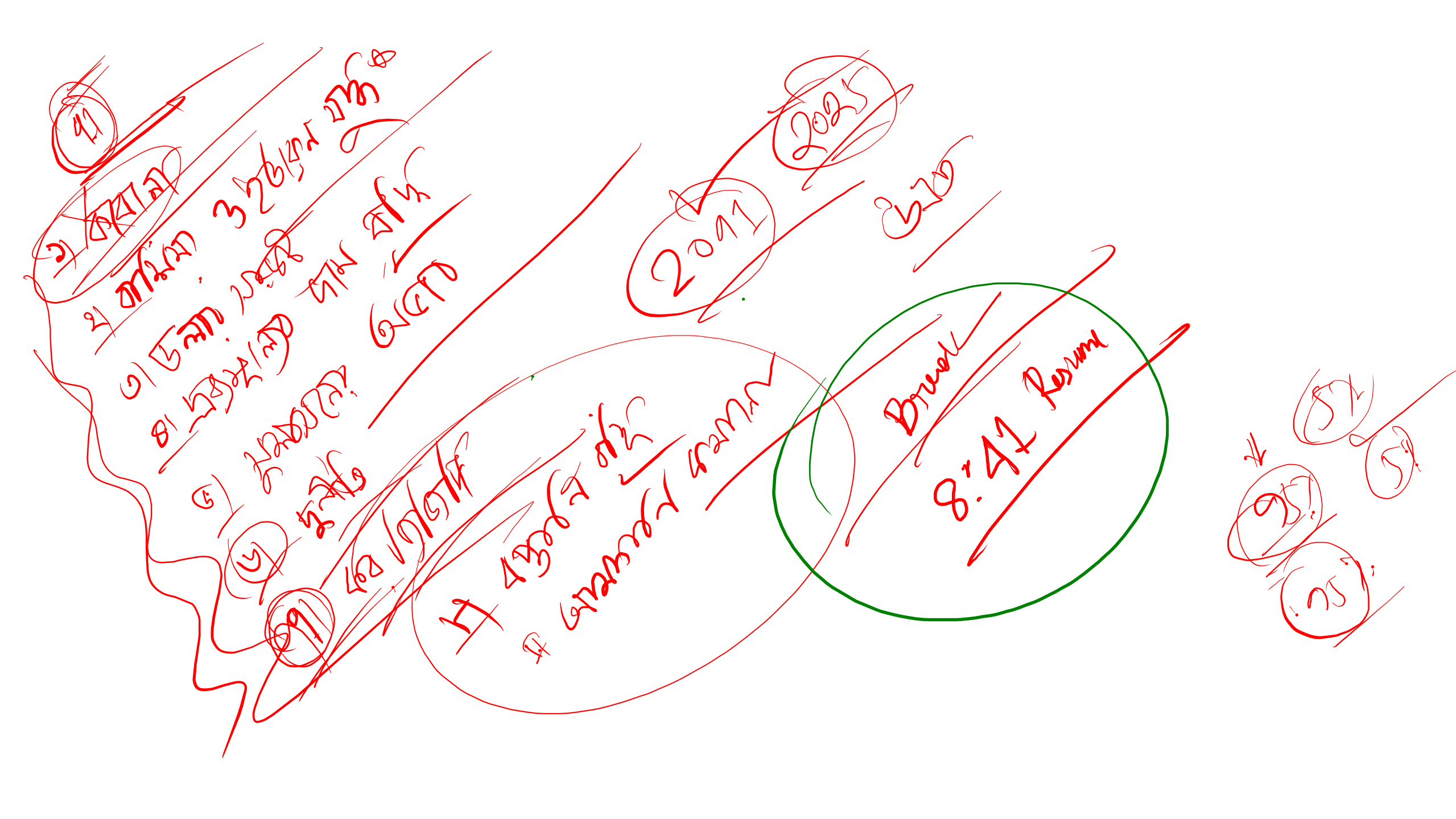

মেগা প্রকল্প

মেট্রোরেল (এমআরটি লাইন – ৬)

অনুমোদন	একনেক সভায় ১৮ ডিসেম্বর, ২০১২		
নির্মাণ কাজ শুরু	২৬ জুন, ২০১৬		
উদ্বোধন	২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ (উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত)		
অবস্থান	উত্তরা থেকে কমলাপুর		
সম্ভাব্য ব্যয়	৩৩,৪৭২ কোটি টাকা; বৈদেশিক ঋণ ১৭,৯৪৪ কোটি টাকা (জাইকা), বাকিটা বাংলাদেশ সরকার		
মালিকানা	ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড		
নির্মাতা প্রতিষ্ঠান	৮ টি প্যাকেজের মাধ্যমে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হচ্ছে- প্যাকেজ-০১: টোকিও কন্সট্রাকশন কোম্পানি, জাপান প্যাকেজ-০২, ০৩, ০৪: ইতাল-থাই ডেভেলপমেন্ট, থাইল্যান্ড ও সিনোহাইড্রো, চীন প্যাকেজ-০৫: টেক্কেন করপোরেশন; আবদুল মোনেম লিমিটেড; আবে নিক্কো কোগিও কোম্পানি লিমিটেড প্যাকেজ-০৬: সুমিতোমা মিতসুই কনস্ট্রাকশন কোম্পানি, জাপান এবং ইতালিয়ান-থাই ডেভেলপমেন্ট, থাইল্যান্ড প্যাকেজ-০৭: মারুবিনি করপোরেশন, জাপান এবং এল অ্যান্ড টি, ভারত প্যাকেজ-০৮: কাওয়া সাকি- মিতসুবিশি কনসোর্টিয়াম, জাপান		
ধরন	উড়াল	স্টেশন সংখ্যা	১৬ টি (কমলাপুর পর্যন্ত বর্ধিত হলে ১৭টি)
দৈর্ঘ্য	২০.১০ কিলোমিটার (কমলাপুর পর্যন্ত বর্ধিত হলে ২১.২৬ কিলোমিটার)	সক্ষমতা	ঘণ্টায় ৬০ হাজার এবং দিনে ৫ লাখ যাত্রী যাতায়াত করতে পারবে

মেগা প্রকল্প

আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব

- **যানজটের অর্থ অপচয় রোধ নিরসন:** ২০১৮ সালের বুয়েট পরিচালিত এক সমীক্ষা অনুযায়ী, ঢাকা শহরের যানজটের জন্য ৪.৪ মিলিয়ন ডলার খরচ হয়। যা বাজেটের প্রায় ১০ শতাংশ। এই প্রকল্পের মাধ্যমে এই খরচ বহুলাংশে হ্রাস পাবে।
- **যানজটের সময় অপচয় রোধ:** উত্তরা থেকে মতিঝিল প্রায় ২০ কিলোমিটার রাস্তায় চলাচলের জন্য সময় লাগে ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা। বিশ্বব্যাংকের ২০১৭ এর প্রতিবেদন আনুযায়ী ঢাকার যানজটের কারণে প্রতিদিন ৩ মিলিয়ন কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সময় কমে দাঁড়াবে ৪০ মিনিটে, যা অপচয় হওয়া কর্মঘণ্টা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস পাবে।
- **সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি:** এই প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকার দুই প্রান্তের যোগাযোগ উন্নয়ন হবে, যা সড়ক পথের উপর চাপ কমাবে। ফলস্বরূপ ঢাকার অভ্যন্তরীণ পণ্য পরিবহণ সহজ হবে এবং পাশাপাশি অর্থ সাশ্রয় হবে। প্রকল্প বিশ্লেষণ তথ্য অনুযায়ী এই প্রকল্প দেশের জিডিপি ১ শতাংশ বৃদ্ধি করবে।

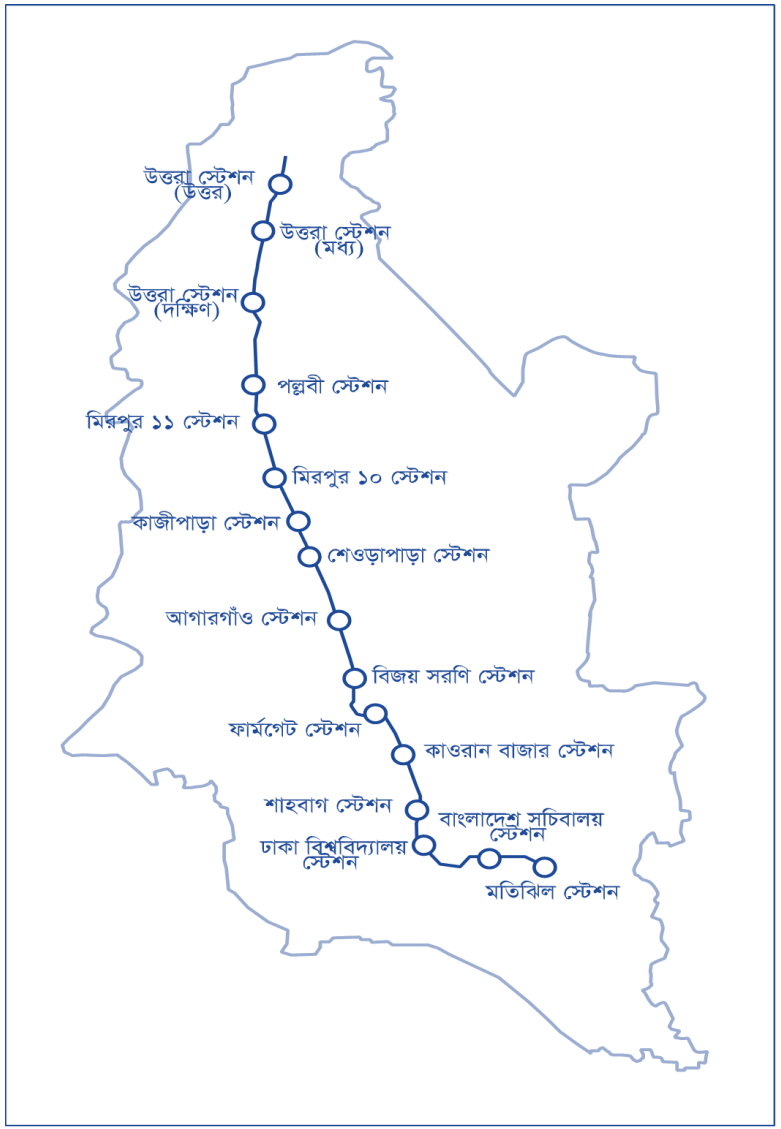

মেগা প্রকল্প

- **আবাসন সমস্যার সমাধান:** মেট্রোরেল চালু হলে ঢাকা শহর থেকে জনসংখ্যার ঘনত্ব কমানো যাবে। মানুষ অনেক কম খরচে বাসা ভাড়া করে শহরের বাইরে থাকতে পারবে এবং অফিস ও অন্যান্য কাজে সহজে ঢাকায় আসতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, গাজীপুর বা নারায়ণগঞ্জ এলাকায় বসবাসকারী লোকেরা সমস্ত রুট সম্পূর্ণ হয়ে গেলে এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে মূল শহরে যেতে পারবে।

- **পরিবেশ দূষণহ্রাস:** ঢাকার রাস্তায় চলমান সব যানবাহন জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভর করে, যা পরিবেশ দূষণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। এছাড়া ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের উদ্যোগ চলছে। ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকায় ঢাকা ধারাবাহিকভাবে শীর্ষে রয়েছে। বিদ্যুৎ চালিত মেট্রোরেল রাজধানীর জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারের উপর চাপ কমিয়ে পরিবেশে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

মেগা প্রকল্প

পদ্মা সেতু রেল-সংযোগ

অনুমোদন	একনেক সভায় ০৩ মে, ২০১৬	**উন্নয়ন সহযোগী**	চীনা এক্সিম ব্যাংক, চীন
নির্মাণ কাজ শুরু	২০১৮	**মালিকানা**	রেলপথ মন্ত্রণালয়
সম্ভাব্য উদ্বোধন	জুন, ২০২৪	**প্রকল্পের ধরন**	জি টু জি
অবস্থান	ঢাকা থেকে যশোর	**ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান**	চায়না রেলওয়ে গ্রুপ লিমিটেড
সম্ভাব্য ব্যয়	৪.১ বিলিয়ন ডলার; বৈদেশিক ঋণ ২.১ বিলিয়ন ডলার; বাংলাদেশ সরকার ২ বিলিয়ন ডলার	**দৈর্ঘ্য**	১৬৯ কিলোমিটার
		লাইনের ধরন	ব্রডগেজ

মেগা প্রকল্প

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

জিডিপি বৃদ্ধি: রেলের সমীক্ষা অনুযায়ী এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষিণের ২১ জেলার উন্নতি ঘটানোর মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উৎপাদন বাড়াবে। ফলে জিডিপি ১ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

- ✓ **ভারী রেল চলাচলের অসুবিধা দূর হবে:** বঙ্গবন্ধু সেতু হয়ে ভারী মালবাহী ট্রেন চলাচল করতে পারে না। ঐ সেতুতে ট্রেনের গতিও সীমিত। ফলে বেনাপোল স্থলবন্দরের মালামাল ট্রেনে পরিবহণ করা যায় না। নতুন রেললাইন হলে দূরত্ব কমবে, ভারী মালবাহী ট্রেন চলাচল বাড়বে।
- ✓ **দূরত্ব ও সময় হ্রাস:** ঢাকা থেকে খুলনা রেলপথে বঙ্গবন্ধু ও লালনশাহ সেতু হয়ে যেতে হয়। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের পর ঢাকা থেকে খুলনার দূরত্ব ২১২ কিলোমিটার হ্রাস পাবে। ফলে এই যাত্রার সময় ১১ ঘণ্টা থেকে ৪ ঘণ্টায় নেমে আসবে।

মেগা প্রকল্প

- ✓ **বরিশাল বিভাগে রেল সংযোগ:** ২০৩৫ সালের মধ্যে দেশের ৬৪ জেলাকে রেলসংযোগের আওতায় আনার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে বরিশাল বিভাগে কোন রেল সংযোগ লাইন নেই। পদ্মা সেতুর মাধ্যমে দেশের দক্ষিণাঞ্চল সড়ক পথে যুক্ত হলো। এই সেতু ব্যবহার করে নির্মিত রেল প্রকল্পটি বরিশাল বিভাগে রেলসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের শতভাগ জেলা রেলের আওতায় আনতে সহায়তা করবে।

- ✓ **পণ্য পরিবহণ বৃদ্ধি:** রেলপথে পণ্য পরিবহণ সময় ও খরচ সাশ্রয়ী। বর্তমানে সড়ক পথে দক্ষিণের সাথে কেন্দ্র সংযুক্ত থাকলেও রেল পথে যুক্ত নয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষিণের পণ্য পরিবহণ বৃদ্ধি এবং দক্ষিণে অবস্থিত ৩ টি স্থলবন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে।

মেগা প্রকল্প

মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর

অনুমোদন	একনেকে ১০ মার্চ, ২০২০		
নির্মাণ কাজ শুরু	১৬ নভেম্বর, ২০২০		
সম্ভাব্য উদ্বোধন	ডিসেম্বর, ২০২৬		
অবস্থান	মাতারবাড়ী, মহেশখালী, কক্সবাজার		
সম্ভাব্য ব্যয়	১.৮ বিলিয়ন ডলার; যার মধ্যে জাইকা- ১.৪ বিলিয়ন ডলার, সরকারি তহবিল- ৬৫১ মিলিয়ন ডলার, সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন- ২৩৪ মিলিয়ন ডলার;		
মালিকানা	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	নির্মাতা প্রতিষ্ঠান	কনসোর্টিয়াম, জাপান
উন্নয়ন সহযোগী	জাইকা, জাপান	গভীরতা	১৮ মিটার

মেগা প্রকল্প

বন্দরের জন্য প্রয়োজনীয় জেটি নির্মাণ

প্রকল্প প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, মাতারবাড়ী সমুদ্রবন্দরে ৩০০ ও ৪৬০ মিটার দৈর্ঘ্যের দু'টি টার্মিনাল থাকবে। এর একটি হবে বহুমুখী টার্মিনাল ও অপরটি কন্টেইনার টার্মিনাল। এছাড়া, বন্দরের সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হবে। একসঙ্গে ৮ হাজার কন্টেইনারবাহী জাহাজ বন্দরে ভিড়তে পারবে।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

- **কনটেইনারে সাশ্রয়:** চট্টগ্রাম বন্দরের তুলনায় মাতারবাড়ী সমুদ্রপথে প্রতি ২০ ফুট লম্বা কনটেইনারে খরচ সাশ্রয় হবে ১৩১ ডলার এবং ৪০ ফুটের কনটেইনারে সাশ্রয় হবে ১৯৭ ডলার।

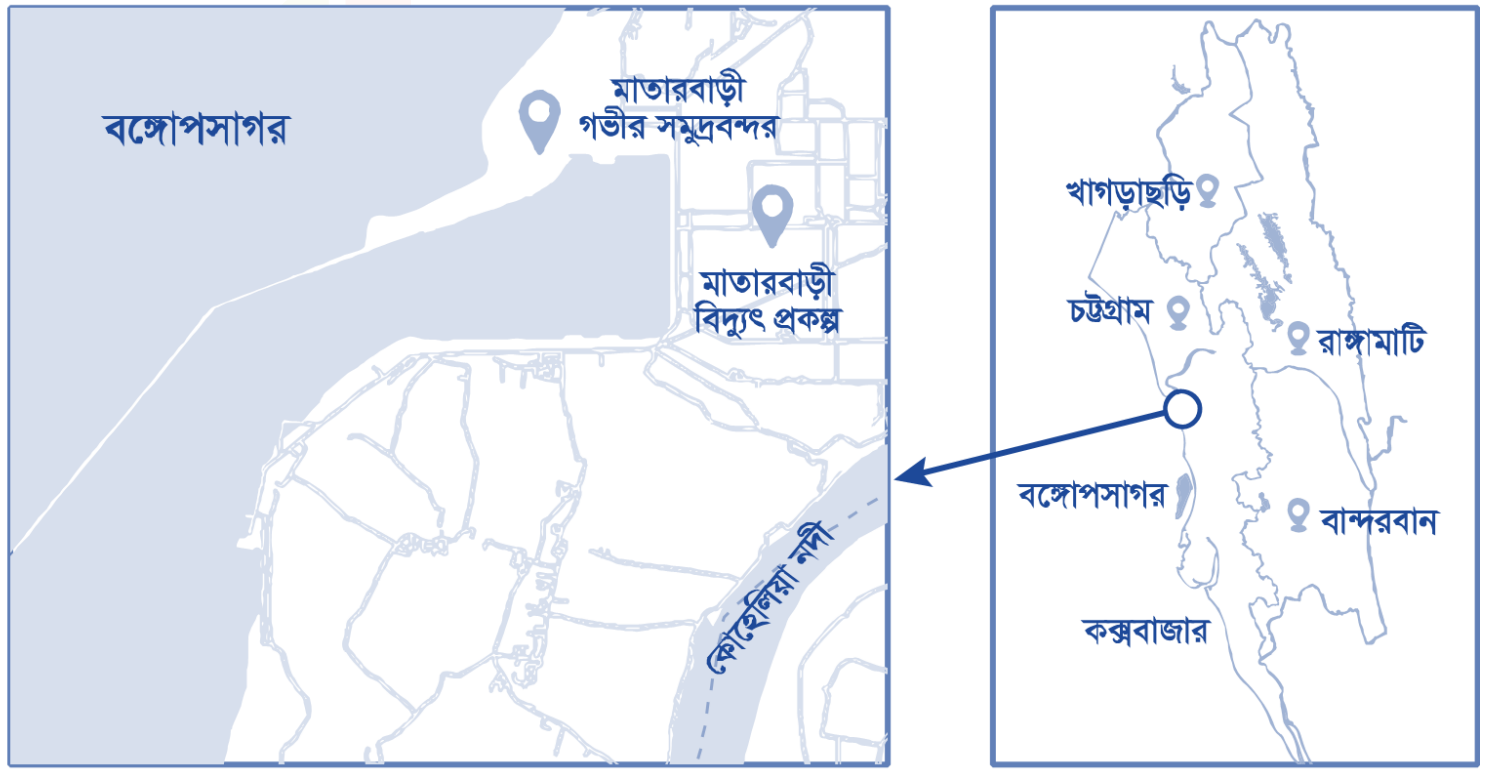

মেগা প্রকল্প

- **পণ্য খালাসে কম জাহাজের প্রয়োজন:** চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের হিসাব মতে, ২০২০ সালে ১ হাজার ৩৭৮টি জাহাজে ২৬ লাখ কনটেইনার আনা-নেয়া হয়েছে। গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের ফলে এই পরিমাণ কনটেইনার পরিবহনে ১৬১ থেকে ২০০ টি জাহাজ প্রয়োজন হবে।

- **চট্টগ্রাম বন্দরের উপর চাপ হ্রাস:** দেশের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের ৯২ ভাগ চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে সম্পন্ন হয়। এই বন্দরের চারটি টার্মিনাল সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। যার কারণে এই বন্দরে পণ্য আনা নেয়ার পরিমাণ বৃদ্ধির কোন উপায় নেই। তাই চট্টগ্রাম বন্দরের উপর চাপ কমাতে মাতারবাড়ী বন্দর বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

- **পণ্য খালাসের সময় হ্রাস:** চট্টগ্রাম বন্দরে চীন থেকে আসা জাহাজের পণ্য খালাস করতে প্রথমে জাহাজ থেকে লাইটারে এবং পরে লাইটার থেকে জেটিতে আনা হয়। ফলে ৩ মাসের মত সময় লেগে যায়। মাতারবাড়ীতে জাহাজ থেকে সরাসরি বন্দরে পণ্য খালাস করানো যাবে ফলে সময় এক তৃতীয়াংশ হ্রাস পাবে।

মেগা প্রকল্প

দোহাজারী – কক্সবাজার রেল প্রকল্প

অনুমোদন	একনেকে ৬ জুলাই, ২০১০
নির্মাণ কাজ শুরু	১ মার্চ, ২০১৮
অবস্থান	দোহাজারী, চট্টগ্রাম- রামু, কক্সবাজার
সম্ভাব্য ব্যয়	১.৯ বিলিয়ন ডলার; বৈদেশিক ঋণ ১.৪ বিলিয়ন ডলার, বাংলাদেশ সরকার ৫১৮ মিলিয়ন ডলার
উন্নয়ন সহযোগী	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)
মালিকানা	রেলপথ মন্ত্রণালয়
নির্মাতা প্রতিষ্ঠান	চায়না রেলওয়ে গ্রুপ লিমিটেড
লাইনের ধরন	ডুয়েল গেজ
দৈর্ঘ্য	১০০ কিলোমিটার
স্টেশন সংখ্যা	৯ টি

মেগা প্রকল্প

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

- **ঢাকা থেকে কক্সবাজার উচ্চগতির রেলের সুযোগ:** পরিকল্পনা প্রতিবেদন আনুযায়ী মিটার গেজ লাইনে ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার এবং ব্রডগেজ লাইনে ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার বেগে ট্রেন চলাচল করতে পারবে।

- **সড়ক পথের উপর চাপ হ্রাস:** পর্যটন নগরী কক্সবাজার যাওয়ার জন্য বর্তমানে একমাত্র উপায় সড়ক পথ। ঢাকা থেকে রেলে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ভ্রমণ সম্ভব হলেও চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারে বর্তমানে কোন রেলপথ নাই। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে রেলের মাধ্যমে সরাসরি ঢাকা থেকে কক্সবাজার যাতায়াত সম্ভব হবে যা চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটের সড়কের উপর চাপ কমাবে।

ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে (চট্টগ্রাম-মিয়ানমার)

দোহাজারী-কক্সবাজার রেললাইন

মেগা প্রকল্প

- **ট্রান্স এশিয়ান রেলের সাথে সংযুক্তি:** ট্রান্স এশিয়ান রেলে যুক্ত হওয়ার জন্য চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারের রামু হয়ে মিয়ানমারের ঘুমধুম পর্যন্ত রেললাইনের প্রয়োজন ছিল। প্রকল্পের শুরুতে দোহাজারী থেকে ঘুমধুম পর্যন্ত ১২৮ কিলোমিটারের রেলপথ নির্মাণের সিদ্ধান্ত হলেও মিয়ানমারের সাথে রোহিঙ্গা সমস্যার কারণে রামু থেকে ঘুমধুম পর্যন্ত ২৮ কিলোমিটারের কাজ আপাতত বন্ধ। প্রকল্প সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হলে ঢাকা থেকে সরাসরি মিয়ানমার পর্যন্ত রেলসংযোগ স্থাপিত হবে।

- **বাণিজ্যে অগ্রগতি:** কক্সবাজার থেকে কেন্দ্রে বা দেশের অন্য যে কোন স্থানে পণ্য আনা নেয়ার জন্য এই রেল সংযোগ বিশেষ ভূমিকা রাখবে। যা কক্সবাজার জেলায় শিল্পায়ন ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

- **পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন:** রেল সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কম খরচে এবং কম সময়ে চট্টগ্রাম নগরীর জ্যাম উপেক্ষা করে সরাসরি কক্সবাজার পৌঁছানোর সুবিধার ফলে কক্সবাজারের মূল আকর্ষণ সমুদ্র সৈকতসহ অন্যান্য স্থানে পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

মেগা প্রকল্প

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প

চুক্তি	১৫ জানুয়ারি, ২০১৩ (স্টেট এক্সপোর্ট ক্রেডিট)
নির্মাণ কাজ শুরু	২ অক্টোবর, ২০১৩
সম্ভাব্য উদ্বোধন	২০২৪
অবস্থান	রূপপুর, ঈশ্বরদী, পাবনা
সম্ভাব্য ব্যয়	১১.৩ বিলিয়ন ডলার; বৈদেশিক ঋণ ১১ বিলিয়ন ডলার, বাকি অংশ বাংলাদেশ সরকার
মালিকানা	বাংলাদেশ পারমাণবিক শক্তি কমিশন
নির্মাতা প্রতিষ্ঠান	অ্যাটমস্ট্রয় এক্সপোর্ট, রাশিয়া
উন্নয়ন সহযোগী	রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক Development and Foreign Economic Affairs (VEB) (৪ শতাংশ সুদে, ১০ বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ ২৮ বছর সময়)
জ্বালানি	সাধারণ নিউক্লিয়ার রিয়েক্টরে Uranium-233, Uranium-235 এবং Plutonium-239 ব্যবহৃত হয়। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানি হিসেবে Uranium-235 ব্যবহৃত হবে।
ক্ষমতা	২৪০০ মেগাওয়াট (১২০০ মেগাওয়াটের ২টি চুল্লি)
চুল্লির ধরন	VVER-1200MW মডেলের চুল্লি Pressurized Water Reactor। এই চুল্লিতে তাপ পরিবাহক হিসাবে ১৫০ ATM চাপের উচ্চচাপীয় পানি ব্যবহৃত হয়।
প্লান্টের স্থায়িত্ব	৫০ বছর

মেগা প্রকল্প

প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব

- **দেশের বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ:** রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে মিশ্র জ্বালানি নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। দেশের বিদ্যুতের চাহিদার প্রায় ৯ শতাংশ এই প্রকল্প সরবরাহ করবে।
- **৬ কোটি উপকারভোগী:** রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বছরে প্রায় ১৯.৩৪ বিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে, যা ৬ কোটি মানুষ অথবা ১.৫ কোটি পরিবারের বার্ষিক বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে সক্ষম।
- **নির্ভরযোগ্য শক্তির উৎস:** জলবায়ু সংকট সমাধানে নির্ভরযোগ্য শক্তির উৎসের মধ্যে পারমাণবিক শক্তি অন্যতম। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে সঞ্চিত শক্তি কাজে লাগিয়ে এই বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে দীর্ঘমেয়াদে নির্ভরযোগ্য ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে এবং অন্যান্য বিকল্প অপেক্ষা সাশ্রয়ী মূল্যে পর্যাপ্ত পরিমান বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে, যা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।
- **কম মূল্যে বিদ্যুৎ:** প্রতি ঘণ্টা প্লান্ট চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ হবে ৮ থেকে ১৪ ডলার। ইউনিট প্রতি বিদ্যুৎ উৎপাদনের গড় বিক্রয়মূল্য হচ্ছে ৬ দশমিক ৩২ সেন্ট, যা বিশ্বের গড় বিক্রয়মূল্য (১০ সেন্ট) থেকে শতকরা প্রায় ৩৭ শতাংশ কম।

মেগা প্রকল্প

মৈত্রী সুপার থার্মাল (রামপাল) পাওয়ার প্রকল্প

জয়েন্ট ভেঞ্চার চুক্তি	২৯ জানুয়ারি, ২০১২		
নির্মাণ কাজ শুরু	২৪ এপ্রিল, ২০১৭		
উদ্বোধন	৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২ (১ম ইউনিট)		
অবস্থান	রামপাল, বাগেরহাট, খুলনা		
সম্ভাব্য ব্যয়	১৬,০০০ কোটি টাকা; ঋণসহায়তা – ১.৪ বিলিয়ন ডলার, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (ইক্যুইটি)- ১৬৯ মিলিয়ন ডলার এবং এনটিপিসি লি., ভারত (ইক্যুইটি) - ১৬৯ মিলিয়ন ডলার।		
মালিকানা	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং এনটিপিসি লি., ভারত (ইক্যুইটি)	**জ্বালানি**	কয়লা
ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান	ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার করপোরেশন, ভারত এবনফ ভারত হেভি ইলেট্রিক্যালস লিমিটেড (BHEL), ভারত।	**ক্ষমতা**	১৩২০ মেগাওয়াট (২ টি ইউনিট ৬৬০x২)
বাস্তবায়ন	Bangladesh – India Friendship Power Company Ltd.	**উন্নয়ন সহযোগী**	এক্সিম ব্যাংক, ভারত
অর্থের যোগান	ঋণ – ৭০% (ECF); ইক্যুইটি : ৩০% (BPDB, NTPC প্রত্যেকে ১৫% হারে)		

মেগা প্রকল্প

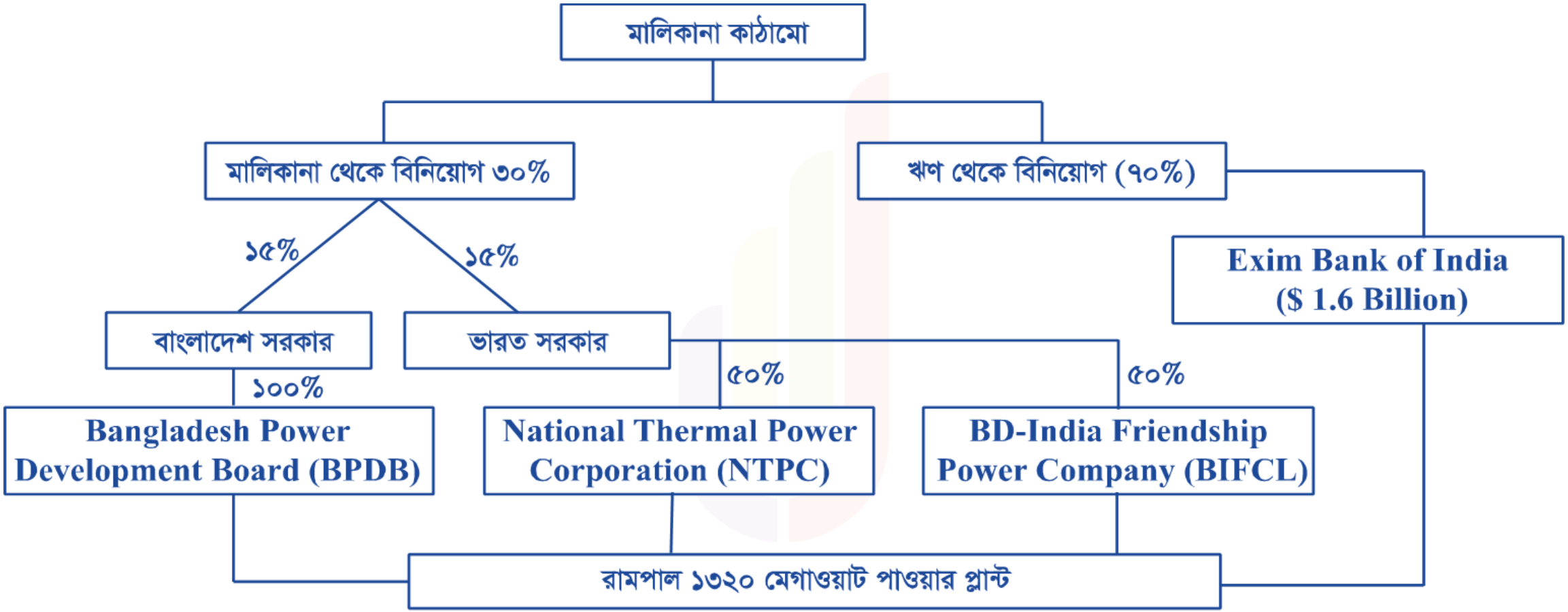
মালিকানা কাঠামো
মালিকানা থেকে বিনিয়োগ ৩০%
ঋণ থেকে বিনিয়োগ (৭০%)
১৫%
১৫%
Exim Bank of India
($ 1.6 Billion)
বাংলাদেশ সরকার
ভারত সরকার
১০০%
৫০%
৫০%
Bangladesh Power Development Board (BPDB)
National Thermal Power Corporation (NTPC)
BD-India Friendship Power Company (BIFCL)
রামপাল ১৩২০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্ট

মেগা প্রকল্প

আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি

কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা পুড়িয়ে পানিকে বাষ্পে পরিণত করা হয় এবং সেই বাষ্প ব্যবহার করে টারবাইন ঘুরানো হয়, যা এর সাথে সংযুক্ত জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ তৈরি করে। সাধারণ কয়লা চালিত প্লান্টে এই কাজের জন্য কর্মদক্ষতা পাওয়া যায় প্রায় ২৮ শতাংশ। কিন্তু সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত পানির তাপমাত্রা ও চাপ থাকে পানির ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার এবং চাপের উপর; ফলে প্লান্টের কর্মদক্ষতা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৫ শতাংশ। সাব ক্রিটিক্যাল ও আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল প্লান্টের মধ্যে তুলনা-

বিবরণ	সাব ক্রিটিক্যাল	আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল
কর্মদক্ষতা	২৮	৪৫
সালফার অক্সাইড ও নাইট্রোজেন অক্সাইড (kg/MWh)	০.১২৭	০.১১৮
কার্বন ডাই অক্সাইড (kg/MWh)	৯০০	৮৩৬
ফ্লু গ্যাস	৩.৪ মিলিয়ন	৩.১ মিলিয়ন

মেগা প্রকল্প

পরিবেশ দূষণরোধে কার্যক্রম

প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী এর মতে, রামপালে যে ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে এবং যেসব দূষণবিরোধী পদক্ষেপ বা মিটিগেটিং মেজারস নেয়া হয়েছে তাতে সুন্দরবনের বা পরিবেশের কোনও বড় ঝুঁকি থাকবে না। জাতিসংঘ ও ইউনেস্কো আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি সমর্থন করে কারণ এতে কয়লা কম ব্যবহৃত হয় এবং এতে কার্বন নিঃসরণও কম। পাশাপাশি কয়লা পোড়ানোর ফলে নির্গত সালফার অক্সাইড ও নাইট্রাস অক্সাইডও বাতাসে মিশতে পারে না। তাই রামপালে আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে।

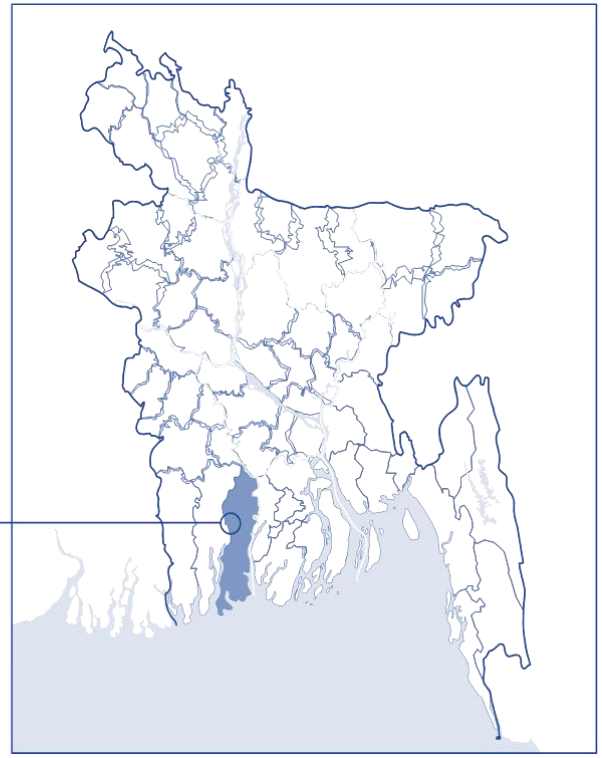

মেগা প্রকল্প

পানি সরবরাহ

শুষ্ক মৌসুমে রুপসা নদীর প্রবাহিত পানির ২০,০০০ ভাগের ১ ভাগ ব্যবহৃত হবে। পানির ব্যবহার সীমিত করতে ওয়াটার রিসাইকেল পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবহৃত পানি পুনঃপুনঃ ব্যবহার হবে। নদী দূষণ রোধে গরম পানি বা অপরিশোধিত পানি নদীতে ফেলা হবে না।

দক্ষিণের অর্থনৈতিক উপকারিতা

পদ্মাসেতু নির্মাণের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণের ২১ জেলা কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত হলো, ফলে দক্ষিণবঙ্গ শিল্পায়নের পথে একধাপ এগিয়ে গেল। শিল্পায়নের জন্য যোগাযোগের পাশাপাশি বিদ্যুতের প্রয়োজন। বিদ্যুতের এই চাহিদা পূরণে রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

মেগা প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (দ্বিতল সেতু)		
প্রকল্প পরিচালক	মোঃ শফিকুল ইসলাম		
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন	৪ জুলাই, ২০০১		
সেতুর কাজ শুরু	৭ ডিসেম্বর, ২০১৪		
সেতুর কাজ উদ্বোধন	১২ ডিসেম্বর, ২০১৫		
অবকাঠামো অবস্থিত	৩টি জেলায়; মুন্সীগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরীয়তপুরে		
প্রকল্পে মোট ব্যয়	৩০ হাজার ১৯৩.৩৯ কোটি টাকা		
মূল সেতু নির্মাণে ব্যয়	১১ হাজার ৯৩৮.৬৩ কোটি টাকা	**পাইল সংখ্যা**	২৯৪টি
নদী শাসন অঞ্চল	১২ কিলোমিটার	**ব্যবহৃত ক্রেন**	তিয়ান-ই (ধারণক্ষমতা : ৩৬০০ টন)
নদীশাসন ব্যয়	৮ হাজার ৭০৬. ৯১ কোটি টাকা	**নকশা প্রণয়ন করে**	AECOM
সেতুর আয়ুষ্কাল	১০০ বছর	**প্রস্থ**	১৮.১০ মি
ভূমিকম্প সহ্যমাত্রা	রিখটার স্কেলে ৯	**পিলার সংখ্যা**	৪২টি
দৈর্ঘ্য	৬.১৫ কিমি	**নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান**	চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড

মেগা প্রকল্প

পদ্মা সেতুর অর্থনৈতিক গুরুত্ব

- **GDP প্রবৃদ্ধি:** পদ্মা সেতুর ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি আরও একধাপ এগিয়ে যাবে। এর ফলে জাতীয় GDP প্রবৃদ্ধি ১.২৩% বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হয়। পদ্মাসেতুতে রেল চালু হলে ২.০৩% GDP বৃদ্ধি পাবে। দক্ষিণাঞ্চলের GDP বাড়বে ২.৩%। এছাড়া পদ্মা সেতুতে বিনিয়োগের অর্থনৈতিক প্রভাব দাঁড়াবে বছরে ১৮.২২%।
- **দারিদ্র্য হ্রাস:** পদ্মা সেতু দেশের ৩ বিভাগের ২১টি জেলার প্রায় ৬ কোটি জনগণকে ঢাকা ও পূর্বাঞ্চলের সাথে যুক্ত করেছে। এতে প্রতিবছর ০.৮৪% হারে দারিদ্র্য হ্রাস পাবে। যা আঞ্চলিক ভাবে ১.২৫%।
- **টোল আদায়:** পদ্মা সেতুর ফলে মাওয়া-জাজিরা রুটে ফেরি খরচ ৪০০ মিলিয়ন ডলার ভর্তুকি সাশ্রয় হবে। টোল হতে আদায় হবে প্রতি বছর ৪০০০ মিলিয়ন ডলার। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও ফাইবার অপটিক্যাল লাইন সেতুর মধ্য দিয়ে নেয়ার ফলে ২৭১ মিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হবে।
- **নদী ভাঙন রোধ:** পদ্মা সেতুতে নদী শাসনের ফলে ৯০০০ হেক্টর পরিমাণ জমি ক্ষয় রোধ ও বন্যার কবল থেকে রক্ষা পাবে। যার অর্থমূল্য প্রায় ১৫৬ মিলিয়ন ডলার।

মেগা প্রকল্প

- **পরিবহন যাতায়াত বৃদ্ধি:** পদ্মা সেতুর ফলে দক্ষিণাঞ্চলের সাথে ঢাকার বা পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। যাতায়াতের সময় এক-চতুর্থাংশে কমে আসছে। যার ফলে প্রচুর পরিমাণে পরিবহণ যাতায়াত করছে। এতে অতি অল্প সময়ে কম খরচে পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে আগামী ৩১ বছরে সাশ্রয় হবে ১২৯৫০০ কোটি টাকা। যা অর্থনীতিতে সুফল বয়ে আনবে।

সেতু হয়ে দৈনিক পরিবহণ চলাচলের সম্ভাব্য তালিকা

সাল	২০২৩	২০৩০	২০৩৫	২০৫০
পরিবহণ চলাচলের পরিমাণ	২৫৩০০ টি	৩৭০০০ টি	৪৫০০০ টি	৬৭০০০ টি

- **আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধি :** পৃথিবীর ১১তম বৃহত্তম ও এশিয়ার ষষ্ঠ বৃহত্তম সেতুটি এশিয়ান হাইওয়ে ও ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হওয়ায় আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে।

মেগা প্রকল্প

- **পর্যটন শিল্পের বিকাশ :** পদ্মা সেতুর ফলে দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে রাজধানীর যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে। এতে দক্ষিণাঞ্চলের কুয়াকাটা ও সুন্দরবনসংলগ্ন ছোট ছোট বিভিন্ন দ্বীপ মালদ্বীপের মতো পর্যটন উপযোগী করা যাবে। কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত, সুন্দরবন ও পায়রা বন্দরকে ঘিরে দেখা দেবে পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনা। পদ্মা সেতুর ফলে কক্সবাজারের চেয়ে কম সময়ে সুন্দরবন ও কুয়াকাটায় পৌঁছানো সম্ভব হবে। কক্সবাজার যেতে যেখানে সময় লাগে ১০-১২ ঘণ্টা, সেখানে কুয়াকাটায় পৌঁছানো যাবে মাত্র ছয় ঘণ্টায়, ফলে নিঃসন্দেহে পর্যটকের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়বে।

- **কৃষি ও শিল্পে অবদান :** পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম পাইলিং (১২২ মিটার) সম্পন্ন এ সেতুটি অবকাঠামো নির্মাণ খাতে ২৯%, কৃষিখাতে ৯.৫% এবং উৎপাদন ও পরিবহণ খাতে ৮% প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

- **কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি :** রাজধানীর সাথে দক্ষিণাঞ্চল ও মোংলা বন্দরের সরাসরি সংযোগ হওয়াতে স্থানীয় জনগণের নতুন নতুন ব্যবসা ও প্রায় ২ কোটি কর্মসংস্থান বাড়বে। সেতুটির মাধ্যমে বছরে বিনিয়োগের ১৯% উঠে আসবে টোল থেকে।

মেগা প্রকল্প

চ্যালেঞ্জসমূহ

- ✓ মোংলা ও পায়রা বন্দরকে আন্তর্জাতিক মানের করা।
- ✓ সংযোগ সড়কগুলোর উন্নয়ন।
- ✓ দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য নদীর উপর সেতু তৈরি।
- ✓ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন।
- ✓ পর্যাপ্ত মানব সম্পদ উন্নয়ন।
- ✓ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

- ✓ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সফলতার হাত ধরে বর্তমান সরকার রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে যা গত ২৯ ডিসেম্বর, ২০২০ এ ECNEC এ অনুমোদিত হয়। যার মেয়াদকাল জুলাই, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৫।
- ✓ প্রস্তাবিত শ্লোগান: "দক্ষতার উন্নয়নে বিনিয়োগ"।
- ✓ দেশের অর্থনীতিতে কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবকে সামনে রেখে সরকার অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব মূল্যায়ন করে তার ভিত্তিতেই দারিদ্র্য হ্রাস ও প্রবৃদ্ধি কীরূপ অর্জিত হবে তা বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়।

- ■ গুরুত্ব পাচ্ছে : ২টি বিষয় (১. ত্বরান্বিত সমৃদ্ধি ও ২. অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি)
- ■ বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে : গ্রামীণ রূপান্তর (কারণ, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে অঙ্গীকার ছিলো "আমার গ্রাম হবে, আমার শহর।")

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

➢ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য/অভীষ্ট ও বৈশিষ্ট্য

১. **দারিদ্র্যের হার :** ২০২৫ সালে দারিদ্র্য ১৫.৬%, অতিদারিদ্র্য – ৭.৪%।

২. **কর্মসংস্থান হবে :** মোট ১ কোটি ১৩ লাখ। যার মধ্যে দেশীয় ৮০.৫ লাখ ও বৈদেশিক ৩২.৫ লাখ।

৩. **বার্ষিক গড় GDP প্রবৃদ্ধি :** ২০২৫ সালে ৮.৫১% এবং গড়ে প্রবৃদ্ধি ৮%। মূল্যস্ফীতি ৪.৪৮%।

৪. **বিনিয়োগ :** ২০২৫ সালের মধ্যে বিনিয়োগ GDP এর ৩৭.৪% এ উন্নীতকরণের জন্য ৭৭ লাখ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে যার ৭৬% বেসরকারি খাতে।

৫. **জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা:** এ লক্ষ্যে Delta Plan-2100 এর কার্যক্রম শুরু হবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক হতে।

৬. **সবার সমান সুবিধা নিশ্চিত :** এর জন্য সাম্য ও সমতা নিশ্চিত।

৭. **মানবসম্পদ উন্নয়ন :** প্রত্যাশিত গড় আয়ু হবে ৭৪ বছর ও মাথাপিছু আয় ৩১০৬ ডলার হবে।

৮. **গ্রামীণ উন্নয়ন :** গ্রামীণ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হতে 'আমার গ্রাম, আমার শহর' প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নিয়েছে।

৯. **শক্তি সম্পদ :** বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৩০০০০ মেগাওয়াট হবে।

১০. **অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যয় :** এর বাস্তবায়ন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ৬৪৯৫৯৮০ কোটি টাকা। যার ৮৫.৫% অভ্যন্তরীণ ও ১১.৫% বৈদেশিক উৎস হতে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

- **চ্যালেঞ্জসমূহ**
  - করোনা মহামারীর প্রভাব।
  - ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রভাব।
  - মূল্যস্ফীতিজনিত প্রভাব।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ECNEC এ অনুমোদনকালে বলেন, "আমি বিশ্বাস করি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অর্জনে খুব কার্যকর হবে।"

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

❑ টেকসই উন্নয়ন:

২০০০-২০১৫ সাল সময়কালে Millennium Development Goals (MDGs) এর সফলতার ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালে United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20), অনুষ্ঠানে টেকসই উন্নয়ন বা SDGs এর ধারণার উদ্ভব ঘটে, যা কার্যকর হয় ২০১৫ সালে।

- ❖ SDGs এর মূলমন্ত্র হলো: 'Leave no one behind'.
- ❖ মোট Goal/অভীষ্ট: ১৭টি, UNDP'র মতে যার নাম 'Global Goals'.
- ❖ Targets/লক্ষ্যমাত্রা: ১৬৯টি।
- ❖ Indicators/সূচক: ২৩২টি।
- ❖ সময়কাল: জানুয়ারি, ২০১৬-ডিসেম্বর, ২০৩০।
- ❖ Headline: "Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development."
- ❖ মূল উদ্দেশ্য/ক্ষেত্র: 5P→ People, Planet, Peace, Prosperity and Partnership.

বাংলাদেশ ও এসডিজি

- SDGs এর প্রধান সমন্বয়ক: ড. মো: আবুল কালাম আজাদ।
- বাংলাদেশ সরকারের দেয়া ১৯টি গোলের মধ্যে ১৫টিই জাতিসংঘ SDGs এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে।
- সরকার ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় SDGs এর ১১টি গোল গ্রহণ করে এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হতে সবগুলো লক্ষ্য বাস্তবায়ন করছে।
- এসডিজির টার্গেটসমূহ Annual Performance Agreement (APA) তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- সরকার ২০২০ সালে SDGs Progress Report ২০২০ প্রকাশ করেছে।

❑ এসডিজির লক্ষ্যসমূহ ও বাংলাদেশের গৃহীত কর্মসূচি

➢ **গোল – ০১: দারিদ্র্য বিলোপ:** সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান।

❖ লক্ষ্যমাত্রা (Targets):

১. বর্তমানে বিশ্বের প্রতি ১০ জনের ১ জন প্রতিদিন জীবিকা নির্বাহের জন্য ১.২৫ ডলার এর কম ব্যয় করতে সক্ষম, যাকে চরম দারিদ্র্য বলে। ২০৩০ সালের মধ্যে এ চরম দারিদ্র্য দূর করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

২. দরিদ্র মহিলা, পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা।

৩. সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৪. দারিদ্র্য দূরীকরণে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ করা।

বাংলাদেশ ও এসডিজি

❖ বাংলাদেশের উদ্যোগ/অর্জন:

১. বাংলাদেশে প্রতিদিন ১.৯০ মার্কিন ডলারের কম (PPP ভিত্তিতে) ব্যয় চরম দারিদ্র্য বলে ধরা হয়। ২০১০ সালে চরম দারিদ্র্য ছিল ১৮.৫% যা ২০২২ সালে ১০.৫%, বর্তমানে ৫.৬% (অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২৪) এবং ২০৩০ সালে হবে ২.৩%।

২. ২০১০ সালে দারিদ্র্য ছিল ৩১.৫%, যা ২০২২ সালে ২০.৫%। বর্তমানে ১৮.৭% (অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২৪) এবং ২০৩০ সালের মধ্যে তা ৯.৭% কমিয়ে আনার লক্ষ্য সরকারের।

৩. ১২০টিরও বেশি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চলমান আছে।

৪. SDGs স্থায়ীকরণের কাজ চলছে।

❑ গোল – ০২: ক্ষুধামুক্তি

ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার।

❖ লক্ষ্যমাত্রা:

২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুধা মুক্তি, অপুষ্টি দূরীকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

বাংলাদেশ ও এসডিজি

❖ **বাংলাদেশের উদ্যোগ/অর্জন:**

১. ২০২০ সালের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ ২০৩০ সালের মধ্যে অপুষ্টির হার ১০% এ নামিয়ে আনার জন্য সরকার কাজ করছে।

২. বাংলাদেশ ২০১৩ সালে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে।

৩. ৫ বছরের কম বয়সিদের মধ্যে পুষ্টিহীনতা –

সাল	পুষ্টিহীনতার হার
২০১৬	১৬.৪%
২০১৮	১৪.৭%

➢ গোল – ০৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ

সকল বয়সি সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ।

❖ লক্ষ্যমাত্রা:

১. ২০৩০ সালের মধ্যে ১ বছরের কম বয়সি শিশুর মৃত্যুহার হাজারে ১২ জনের কমে আনা।
২. ৫ বছরের কম বয়সি শিশু মৃত্যুহার হাজারে ২৫ জনের কম।
৩. মাতৃ মৃত্যুহার প্রতি লাখে ৭০ জনের কম।
৪. বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

❖ বাংলাদেশের উদ্যোগ/অর্জন:

১. বর্তমানে ১ বছরের কম বয়সি শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ১৫ জন এবং ৫ বছরের কম বয়সি প্রতি হাজারে ২১ জন।
২. অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪ অনুসারে, মাতৃ মৃত্যুহার প্রতি লাখে ১৫৩ জন।
৩. দক্ষ ডাক্তার দ্বারা মাতৃসেবার হার ২০১৯ এ ছিল ৫৯% যা ৬৫% এ উন্নীত করার কাজ চলমান রয়েছে।
৪. বর্তমানে ডাক্তার প্রতি রোগীর সংখ্যা ১৮৪৭ জন।

➢ গোল – ০৪: গুণগত শিক্ষা

সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি।

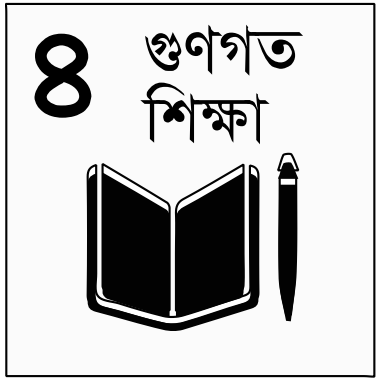

❖ লক্ষ্যমাত্রা:

১. ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষায় ছেলে মেয়ে সমান উপস্থিতি।
২. ২০৩০ সালের মধ্যে বিনামূল্যে সকলের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।

❖ বাংলাদেশের উদ্যোগ/অর্জন:

১. ২০২২ সালের সমীক্ষা অনুসারে, স্বাক্ষরতার হার ৭৭.৯%।
২. বর্তমানে শিক্ষায় জেন্ডার সমতা

পর্যায়	২০১৫	২০১৯	২০২৩
প্রাথমিক	১.০৮	১.০৭	১.০২৭
মাধ্যমিক	১.১৩	১.১৯	১.২৪

৩. বিনামূল্যে বই বিতরণ, মিড ডে মিল ও টিফিন ভাতাসহ সরকার মাধ্যমিক পর্যন্ত উপবৃত্তির ব্যবস্থা করেছে।
৪. বছরের প্রথম দিনে সারাদেশে বই বিতরণ কার্যক্রম চালু।

➢ গোল – ০৫: লিঙ্গ সমতা

লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন।

❖ লক্ষ্যমাত্রা:

১. ২০৩০ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ রোধ।
২. সর্বত্র নারী ও মেয়ের বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ।
৩. নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

❖ বাংলাদেশের উদ্যোগ/অর্জন:

১. ২০১০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে জেন্ডার বাজেট বৃদ্ধি পায় ৪৩%।
২. Gender Gap Index-2022 এ বাংলাদেশ ৭১তম (১৫৩টির মধ্যে) এবং দক্ষিণ এশিয়ায় নারী বৈষম্য রোধে প্রথম বাংলাদেশ।
৩. নারীকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রদানের জন্য চাকরির বাজারের সম্প্রসারণ ও সংরক্ষিত হয়েছে কোটা। ২০১০ সালে প্রায় ১৬.২ মিলিয়ন নারী শ্রমশক্তিতে থাকলেও ২০২২ সাল নাগাদ তা হয় প্রায় ২০ মিলিয়ন।
৪. জাতিসংঘের CEADAW সনদ অনুমোদনের মাধ্যমে নারীর প্রতি বৈষম্যরোধে ও নির্যাতন বন্ধে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ নিয়েছে।
৫. বর্তমানে ২ জন নারী মন্ত্রী রয়েছে এবং সংসদের স্পিকার একজন নারী।

➢ গোল – ০৬: নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন

সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

❖ লক্ষ্যমাত্রা:

১. ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০% নিরাপদ পানি ব্যবহারকারী নিশ্চিতকরণ।

২. ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০% স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার ও সাবান দিয়ে হাত ধোয়া নিশ্চিতকরণ।

❖ বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

১. ২০২৪ সালের মধ্যে সুপেয় পানি ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯৮.২ শতাংশ।

২. ২০২৪ সালে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯৩.৬৬ শতাংশ, যা ২০৩০ সালেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে।

৩. ৭৪.৮% পরিবার সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধোয়ার অনুশীলন করে।

➢ গোল – ০৭: সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি

সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা।

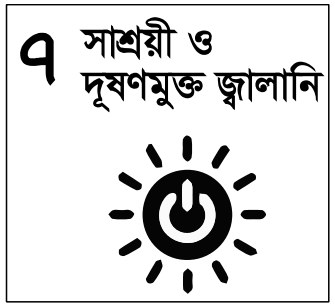

❖ লক্ষ্যমাত্রা:

১. ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি করে টেকসই জ্বালানি (পরিবেশবান্ধব) নিশ্চিত করা।

❖ বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

১. Power cell এর তথ্যানুযায়ী (২১ মার্চ, ২০২২) বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে শতভাগ জনগণ।

২. "শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" এই স্লোগানকে সামনে রেখে সরকার ২০২১ সালের মধ্যেই ১০০% জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুতের আওতায় এনেছে।

৩. বর্তমানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ ৯০৯ মেগাওয়াট, যা মোট উৎপাদনের ৪%। সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে তা ৪০% এ নিতে কাজ করছে।

➢ গোল – ০৮: শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।

❖ লক্ষ্যমাত্রা:

১. ২০২০ সালের মধ্যে বেকারত্বের হার ৩% কমানো ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি করা।

২. ২০৩০ সালের মধ্যে GDP Growth গড়ে ৭% রাখা।

❖ বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

১. ২০১৭ সালে BBS এর জরিপে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার ছিল ৪.২ শতাংশ। সর্বশেষ জরিপে তা কমে ৩.৬ শতাংশে দাড়িয়েছে।

২. ICT উন্নয়নের ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২০২২ সালের মধ্যে ২ লক্ষ কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক অঞ্চল, ফাস্ট ট্রাক প্রজেক্টের মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সরকার কাজ করছে।

৩. ২০১৫ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত গড় GDP প্রবৃদ্ধি ৬.৬% এর উপরে।

৪. বাংলাদেশ বর্তমানে GDP প্রবৃদ্ধিতে বিশ্বে তৃতীয়।

➢ গোল – ০৯: শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো

অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনের প্রসারণ।

৯ শিল্প উদ্ভাবন ও অবকাঠামো

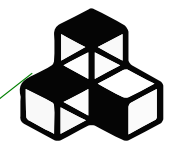

❖ লক্ষ্যমাত্রা:

১. স্থিতিশীল উন্নয়ন ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা।

❖ বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

১. আইসিটি উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, হাইটেক পার্ক, ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ফাস্ট ট্রাক প্রজেক্ট, a2i, প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ইত্যাদির মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

২. বঙ্গবন্ধু স্যাটালাইট-১ উৎক্ষেপণ, সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হওয়া।

৩. 4G ও 5G প্রযুক্তি চালুকরণ।

➢ গোল – ১০: অসমতার হ্রাস

অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা।

❖ লক্ষ্যমাত্রা:

১. মাথাপিছু আয়সীমার মধ্যে নিচের দিকে থাকা ৪০% এর আয় গড় জাতীয় আয়ের উপরে নিয়ে আসা।

২. বিদেশ থেকে Remittance পাঠানোর ব্যয় ৩% এর মধ্যে রাখা।

❖ বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

১. Commitment to Reducing Inequality (CRI) সূচকে ২০২২ সালে ১৫৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৭তম। তবে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ দ্বিতীয়।

২. প্রবাসী ও তাদের পরিবারগুলোকে নিরাপদ অভিবাসন ও সুরক্ষা নিশ্চিত ও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬ অনুমোদন করেছে।

৩. বর্তমানে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠালে ক্ষেত্র বিশেষে ২% পর্যন্ত প্রণোদনা পাওয়ার কার্যক্রম চলমান।

➢ গোল – ১১: টেকসই নগর ও জনপদ

অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাত সহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা।

❖ লক্ষ্যমাত্রা:

১. মানব বসতি শহরগুলোকে নিরাপদ ও টেকসই করা।

❖ বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

১. বাংলাদেশে শহরে প্রায় ৪৪% মানুষ অস্থায়ী আবাসনে বসবাস করে এবং প্রায় ২৯% আধা স্থায়ী আবাসনে বাস করে।

২. সরকারের "আমার গ্রাম আমার শহর" আশ্রয়ণ প্রকল্প-১, আশ্রয়ণ প্রকল্প-২, রাজউক নিরাপদ বসতি ও টেকসই শহর নিশ্চিতকরণে কাজ করছে।

৩. ২০৩৫ সালে প্রায় ৫০% মানুষ শহরে এবং ২০৪১ সাল নাগাদ ৮০% মানুষ শহরে বাস করবে বলে প্রক্ষেপিত হয়েছে।

৪. দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১ – ২০৪১) এবং বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান ২১০০-তে নগর পরিবেশের স্থায়িত্ব, মান উন্নয়ন এবং টেকসই পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত নীতিগত মৌলিক সুপারিশগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এলাকাভিত্তিক বিকেন্দ্রীকরণ করা।

৬. ভূমিকম্প সহনশীল ভবন নির্মাণ করা।

➢ গোল – ১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন

পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করা।

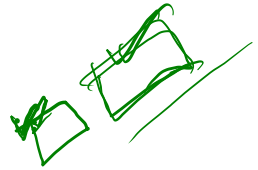

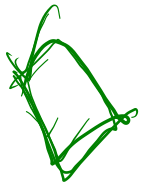

১২ পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপদন

❖ লক্ষ্যমাত্রা:

১. উৎপাদন ও সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার।

❖ বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

১. যশোর শহরটি সম্প্রতি স্মার্ট সিটি হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।

২. সিলেট সিটি কর্পোরেশন গ্রিন সিটি ধারণা এবং নাগরিকদের উদ্যোগে বর্জ্য ব্যবহার করে সার উৎপাদন করছে।

৩. গাজীপুরের কালিয়াকৈর-এ সফটওয়্যার পার্ক নির্মাণ।

➢ গোল – ১৩: জলবায়ু কার্যক্রম:

জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবিলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ।

❖ লক্ষ্যমাত্রা:

১. ২০৩০ সালের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় পদক্ষেপ।

২. টেকসই অভিযোজন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৩. সকল জাতীয় পরিকল্পনা ও নীতিমালায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত করা।

৪. ২০২০ সালের মধ্যে UNFCCC এর মাধ্যমে উন্নত দেশসমূহ হতে তাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ১০০ বিলিয়ন ডলার আদায়।

❖ বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

১. জলবায়ু পরিবর্তনে নেতৃত্বের ভূমিকাস্বরূপ ৪৮টি দেশের জোট CVF (Climate Vulnerable Forum) এর ২০২০-২২ মেয়াদে সভাপতি ছিল বাংলাদেশ।

২. Disaster Risk Reduction Strategies of Bangladesh (2016-2030) প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশ।

৩. Mujib Climate Prosperity Plan নামে কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে UN কর্তৃক নির্ধারিত NDC (Nationally Determined Contribution) মূল্যায়ন হবে।

৪. জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন ২০১০ প্রণয়ন করার মাধ্যমে Bangladesh Climate Change Trust Fund (BCCTF) গঠন করে। ২০১৮-২০১৯ পর্যন্ত এতে মোট ৩৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

৫. জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য দেশের প্রথম ও বিশ্বের বৃহৎ আশ্রয়ণ প্রকল্প 'খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প' করা হয়।

৬. আশ্রয়ণ প্রকল্প – ২ (২০১০-২০২৪) এর মাধ্যমে মোট ৮.৮২ লাখ পরিবারকে এর আওতায় আনা হবে। এ পর্যন্ত ২১৩২২৭টি পরিবারকে ও আশ্রয়ণ প্রকল্প – ১ (১৯৯৭-২০০২) এর মাধ্যমে প্রায় ১.০৬ লাখ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়।

৭. ২০১৮ সালে বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা – ২১০০ প্রণয়ন করে এর বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায়ে (২০১৮-২০৩০) ৮০টি প্রকল্প নিয়েছে।

➢ গোল – ১৪: জলজ জীবন

টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার।

❖ লক্ষ্যমাত্রা:

১. টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।
২. ২০১৫ সালের মধ্যে সামুদ্রিক দূষণ বন্ধ করা।
৩. ২০২০ সালের মধ্যে অন্তত ২০ শতাংশ সমুদ্র ও উপকূলীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

১৪ জলজ জীবন

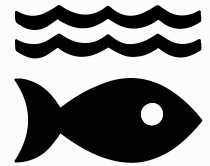

❖ বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

১. বঙ্গোপসাগরে Swatch of no Ground এর চারপাশের চারটি অঞ্চলকে সামুদ্রিক সংরক্ষিত/সুরক্ষিত অঞ্চল (Marine Protected Area) ঘোষণা করা হয়েছে।
২. এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে মোট সামুদ্রিক এলাকার ২.৫% সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়।
   SDGs: Bangladesh Progress Report – 2020 অনুযায়ী বর্তমানে সামুদ্রিক এলাকার ২.০৫% সংরক্ষিত এলাকা আছে।
৩. Blue Economy-র টেকসই ভোগে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছে।

➢ গোল – ১৫: স্থলজ জীবন

স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের টেকসই ব্যবহার, মরুকরণ, ভূমি ক্ষয়রোধ ও জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ।

❖ লক্ষ্যমাত্রা:

স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষকতা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবিলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ।

❖ বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

১. সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য ১৮(ক) অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়।

২. SDG goal অনুসারে, ২০২০ সালের মধ্যে ২০% বনভূমি স্থাপন করার পরিকল্পনা নিয়েছিল, বর্তমানে আছে ১৭%।

৩. ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা হয়েছে।

৪. সংরক্ষিত অরণ্যে গাছ কাটার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ২০২২ সাল অবধি বাড়ানো হয়েছিল।

➢ গোল – ১৬: শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান

শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থা, ন্যায় বিচারের পথ সুগম ও সকল স্তরে কার্যকর জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গঠন।

❖ লক্ষ্যমাত্রা:

১. শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক সমাজ, ন্যায়বিচার, সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহি ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

❖ বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

- বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য ২০০৭ সালে 'নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ' সংবিধানের ২২ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে করা হয়েছে।
- ✓ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- ✓ প্রতি লাখে ২০১৫ সালে মানবপাচারের শিকার হয়েছিল ০.৮৭ যা ২০২০ সালে হ্রাস পেয়ে ০.৬১ এ দাঁড়িয়েছে।
- ✓ সরকার আটক অবস্থায় নির্যাতন ও মৃত্যুরোধ আইন ২০১৩ পাশ করেছে।
- ✓ বিভিন্ন স্বাধীন কমিশন (দুদক, তথ্য কমিশন) ও আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার কাজ করছে।

১৬ শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান

➢ গোল – ১৭: অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব

টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালীকরণ।

১৭ অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব

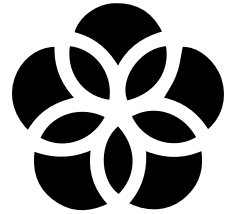

❖ লক্ষ্যমাত্রা:

১. বৈশ্বিক উন্নয়নের জন্য উপায় নির্ধারণ ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্বে স্থিতিশীলতা আনায়ন।

❖ বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

১. বাংলাদেশ বিভিন্ন আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে এসডিজি বাস্তবায়নে সহযোগী হিসেবে কাজ করছে।

২. বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছে। যেমন: NDB, ASEAN. ইতোমধ্যে NDB এর সদস্য হয়েছে।

৩. যদিও এই গোলটি প্রধানত উন্নত দেশসমূহের জন্য, তথাপি বাংলাদেশ BIMSTEC, SAARC, BBIN, D-8, CIRDAP সহ বিশ্বের নানান প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

❑ চ্যালেঞ্জসমূহ

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের চারটি চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করেছেন জাতিসংঘের বিশেষ দূত লুইস ফারনান্দো কারিরা ক্যাস্ট্রো। লুইস ফারনান্দো কারিরা ক্যাস্ট্রো বলেন, "এসডিজি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জগুলো হচ্ছে শক্তিশালী সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা। এগুলো মোকাবিলা করা গেলে এসডিজির বাস্তবায়ন সম্ভব।"

এছাড়াও যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে –

- টেকসই কৃষি উৎপাদনশীল প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে চরম দারিদ্র্য, খাদ্য নিরাপত্তা ও ক্ষুধা মোকাবিলা করা।
- ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক রূপান্তর ও টেকসই শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৈষম্য কমিয়ে আনা।
- করোনা মহামারির প্রভাব মোকাবিলা করে অর্থনীতির গতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা।
- জেন্ডার সমতা ও নারী উদ্যোক্তাদের প্রসার ও জেন্ডার ভায়োলেন্স কমিয়ে আনা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা ও কম কার্বন নিঃসরণকারী ও জলবায়ু অভিঘাতসহনশীল উপায়সমূহ অবলম্বন করা।

বাংলাদেশ ও এসডিজি

❑ উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অবদান

১. **UNDP এর ভূমিকা:** এসডিজি বাস্তবায়নে প্রধান ভূমিকা পালন করছে ইউএনডিপি। দারিদ্র্য নিরসন, লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাসকরণসহ ১৭টি অভীষ্ট অর্জনে ইউএনডিপি দেশসমূহকে নানান সম্পদ ও তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সহযোগিতা করছে।

২. **সরকারি খাতের ভূমিকা:** বাংলাদেশে এসডিজির অর্থায়নের ৩৪ শতাংশই আসে সরকারি খাত হতে। এছাড়াও সরকার এসডিজি বাস্তবায়নে Annuual Performance Agreement (APA) তে এসডিজির অভীষ্টগুলো অন্তর্ভুক্ত এবং এসডিজি ওরিয়েন্টেড বাজেট তৈরি করছে।

৩. **বেসরকারি খাতের ভূমিকা:** বেসরকারি খাতসমূহ সরকারি খাতের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে এসডিজি বাস্তবায়ন করছে। এক্ষেত্রে এসডিজি অর্থায়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতের মোট অবদান ৪২ শতাংশ।

৪. **এনজিওর ভূমিকা:** এনজিওসমূহ এসডিজি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্রঋণ, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ও এসডিজি

❑ অর্থায়ন

অর্থবছর	অভ্যন্তরীণ উৎস	বাহ্যিক উৎস
২০১৭-২০২০	১০৭.৭২ বিলিয়ন ডলার	২২ বিলিয়ন ডলার
২০২১-২০২৫	২৫৭.৪৯ বিলিয়ন ডলার	৪৯ বিলিয়ন ডলার
২০২৬-২০৩০	৪৩০.৮৭ বিলিয়ন ডলার	৬৭ বিলিয়ন ডলার
মোট (২০১৭-২০৩০)	৭৯৬ বিলিয়ন ডলার (মোট অর্থায়নের ৮৫.১১%)	১৩২ বিলিয়ন ডলার (মোট অর্থায়নের ১৪.৮৯%)

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য

বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি করে থাকে। ফলে বাণিজ্যিক ভারসাম্যে বাংলাদেশ সাধারণত ঘাটতিতে থাকে। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্য হলো- তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, হিমায়িত চিংড়ি, কাঁচা পাট, চা, চামড়া ইত্যাদি। অন্যদিকে বাংলাদেশের আমদানিকৃত পণ্য হচ্ছে মূলধনী যন্ত্রসামগ্রী, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, ভোজ্য তেল, পরিবহণ সামগ্রীসহ নানান ভারী শিল্পের যন্ত্রপাতিসমূহ।

বাংলাদেশের বাণিজ্যে [এফওবি (ইপিজেডসহ)] ভারসাম্য (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	আমদানি	রপ্তানি	বাণিজ্য ভারসাম্য
২০১৯-২০	৫০.৬৯	৩২.১২	– ১৮.৫৭
২০২০-২১	৬০.৬৮	৩৬.৯০	– ২৩.৭৮
২০২১-২২	৫৪.৩৮	৩২.০৭	– ২২.৪৩
২০২২-২৩	৫২.৭১	৩৭.০৮	– ৩০.০২

জুলাই – মার্চ পর্যন্ত

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য

আমদানি

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩ অনুসারে, ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৮৯.৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আমদানি খাতে খরচ করেছিল যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৪৪.২৪ গুন বেশি। টাকার হিসেবে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি টাকার পণ্য আমদানি করে চীন থেকে। কিন্তু পণ্যের সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি আমদানি হয় ভারত থেকে।

আমদানির চিত্র

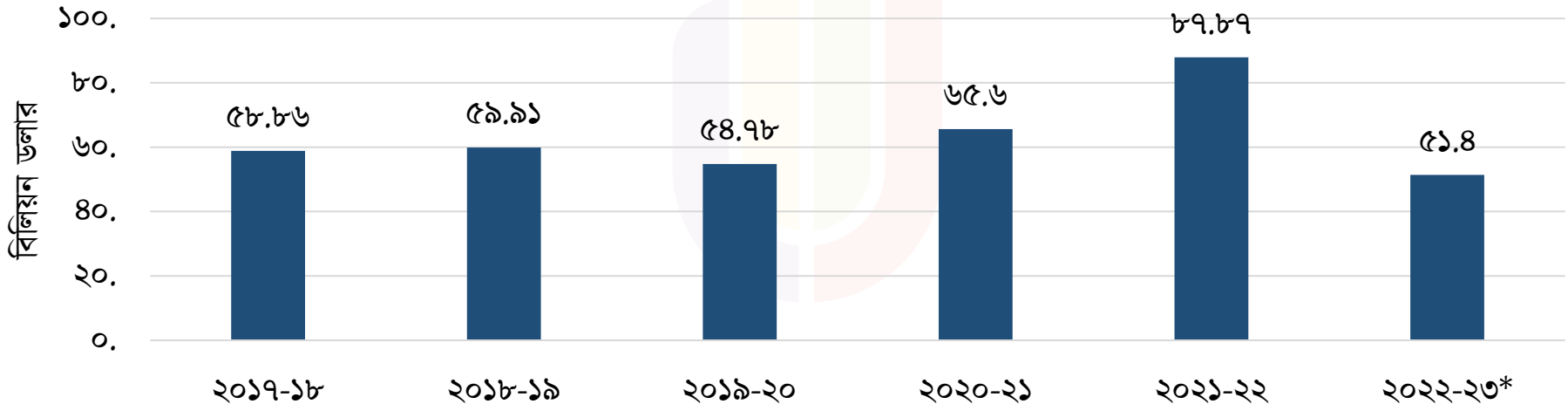

** এপ্রিল – ২০২৩ পর্যন্ত*

[তথ্যসূত্র : অর্থনৈতিক সমীক্ষা – ২০২২]

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য

আমদানির বৈশিষ্ট্য

- ✓ বাংলাদেশ প্রধানত আমদানি নির্ভর দেশ। মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যসহ নানান ভারী শিল্প আমদানি করে।
- ✓ মোট আমদানির বেশির ভাগই চীন ও ভারত নির্ভর।
- ✓ বেশির ভাগ আমদানি দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা ১ এর চেয়ে কম। তাই আমদানি দ্রব্য নিয়ে দর কষাকষির ক্ষমতা কম।
- ✓ GDP থেকে আমদানি বাবদ ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণ বেশি।

রপ্তানি

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩ অনুসারে, বাংলাদেশ ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫২.৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি বাবদ আয় করেছিল। বিশ্বে রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বর্তমানে ৪২তম। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি টাকার পণ্য রপ্তানি করে যুক্তরাষ্ট্রে, দ্বিতীয় অবস্থানে আছে জার্মানি। বাংলাদেশ মোট ১৭৩টি দেশে নানা ধরনের পণ্য রপ্তানি করে। এদের মধ্যে কৃষিপণ্য রপ্তানি করে ১২১টি দেশে। আবার, বাংলাদেশ রপ্তানি করে এমন ১০টি শীর্ষ দেশের মধ্যে ইউরোপীয়ান দেশই রয়েছে ৯টি।

পণ্য হিসেবে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে তৈরি পোশাক (RMG) রপ্তানি করে। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে পাট ও পাটজাত দ্রব্য। সারাবিশ্বে কাঁচাপাট রপ্তানিতে বাংলাদেশ শীর্ষে। রপ্তানিমুখী শিল্পে করোনার ক্ষতি কাটাতে সরকার সহজ শর্তে প্রায় সাড়ে দশ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। এ ঋণ পরিশোধের সময় ৫ বছর।

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য

রপ্তানির পরিমাণ

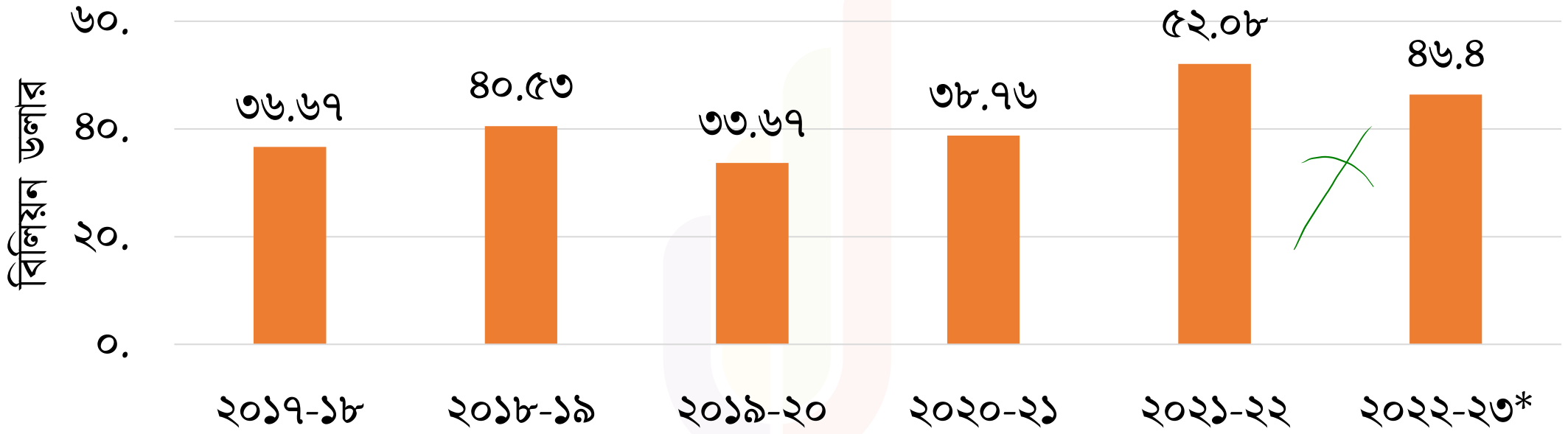

[* মার্চ – ২০২৩ পর্যন্ত]

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য

❖ **পণ্য রপ্তানি ২০২২-২৩:** ৩ জুলাই, ২০২৩ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (EPB) সদ্য সমাপ্ত ২০২২-২৩ অর্থবছরের পণ্য রপ্তানির প্রাথমিক তথ্য প্রকাশ করে। সদ্য বিদায়ী অর্থবছরে ৫৫,৫৫৬.৭৭ মিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়। এ রপ্তানি দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এর মধ্যে সাড়ে ৮৪% এসেছে তৈরি পোশাক খাত থেকে।

বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানি আয় (২০২২-২৩)

অবস্থান	পণ্যের নাম	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)
১ম	তৈরি পোশাক	৪৬,৯৯১.৬১
	নিটওয়্যার	২৫,৭৩৮.২০
	ওভেন গার্মেন্টস	২১,২৫৩.৪১
২য়	চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য	১,২২৩.৬২
৩য়	হোম টেক্সটাইল	১,০৯৫.২৯
৪র্থ	পাট ও পাটজাত পণ্য	৯১২.২৫
৫ম	কৃষিজাত দ্রব্য	৮৪৩.০৩

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য

❑ রপ্তানি বাণিজ্যে সমস্যা

✓ সুষ্ঠু রপ্তানি নীতির অভাব।	✓ সুষ্ঠু বাণিজ্যে চুক্তির অভাব।	✓ মূলধনের স্বল্পতা।
✓ কম সংখ্যক রপ্তানি পণ্য।	✓ নিম্নমানের পণ্য।	✓ অধিক পরিমাণে রপ্তানি শুল্ক ও বাধা আরোপ।
✓ রপ্তানি পণ্যের বাজার সীমিত।		

❑ সুপারিশসমূহ

- রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন করে রপ্তানি পণ্যে বহুমুখীকরণের ব্যবস্থা নেওয়া।
- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো পুনর্গঠন করা।
- **শুল্ক রেয়াত:** রপ্তানি বাণিজ্যে উৎসাহ দানের জন্য রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির উপর আমদানি শুল্ক ও রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কাঁচামালের উপর হতে আবগারি শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়। এটিই শুল্ক রেয়াত।
- বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি করা।
- রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পর্যাপ্ত ঋণ সুবিধা দেওয়া।
- পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
- ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা করা।

বৈদেশিক বিনিয়োগ

❑ বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ

বাংলাদেশ বৈদেশিক বিনিয়োগে আকৃষ্টকরণের জন্য নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর প্রভাব স্বরূপ অনেক দেশ বাংলাদেশকে Emerging tiger বা 'উদীয়মান বাঘ' বলে থাকে। World Bank ও IFC কর্তৃক প্রকাশিত Ease of Doing Business: Global Rank- এ ২০২২ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ১৯০টি দেশের মধ্যে ১৬৮তম, যা ২০১৯-এ ছিল ১৭৬তম। এছাড়া ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৯তম। এছাড়া গবেষণা প্রতিষ্ঠান Goldman Sachs বাংলাদেশকে "Next-11" বলে আখ্যায়িত করেছে। তাই বর্তমানে বাংলাদেশ বিনিয়োগের সবচেয়ে উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করে চীন ও সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ হয় বিদ্যুৎ খাতে। ২০২২ সালের World Investment Report অনুসারে FDI আকর্ষণে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ।

বৈদেশিক বিনিয়োগ

বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ

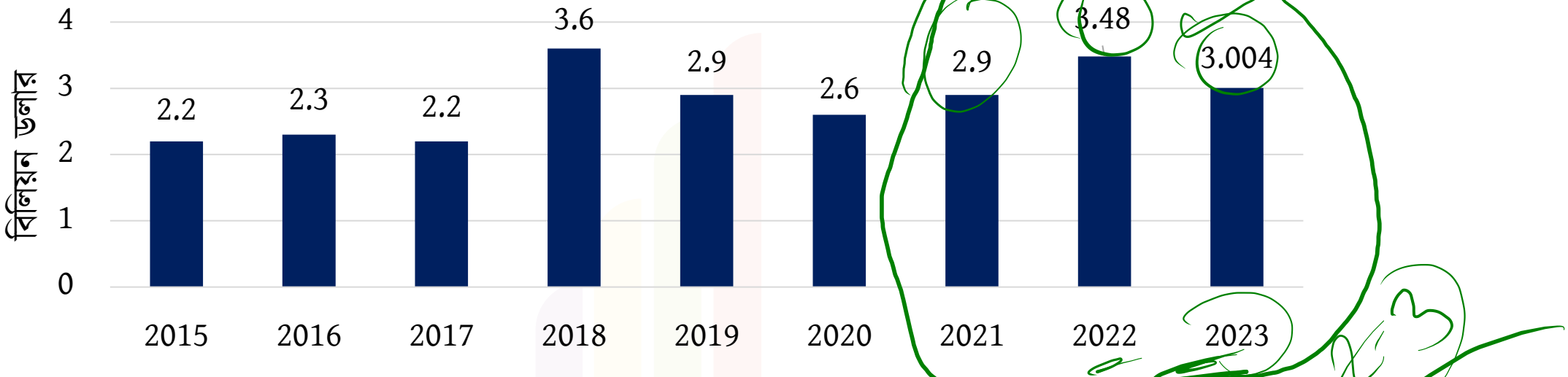

[তথ্যসূত্র : World Investment Report – 2022]

সবচেয়ে বেশি FDI করে	যে খাতে সবচেয়ে বেশি
১. নেদারল্যান্ডস ২. USA ৩. চীন	১. বিদ্যুৎ ২. বস্ত্র

বৈদেশিক বিনিয়োগ

❑ সমস্যা

বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ তুলনামূলক কম হলেও ২০১৮ সালে রেকর্ড পরিমাণ ৩.৬ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক বিনিয়োগ পায় বাংলাদেশ। কিন্তু করোনা মহামারির প্রভাবে এ বিনিয়োগ প্রবাহ হ্রাস পায়। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের বৈদেশিক বিনিয়োগের সমস্যাসমূহ নিম্নরূপ:

✓ যথাযথ অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন হয়নি। ✓ বিনিয়োগে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বা নানান বিধি-নিষেধের জালে আটকা থাকতে হয়। ✓ যথাযথ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা যায়নি। ✓ বিদেশিদের কাছে বাংলাদেশের নেতিবাচক ইমেজ।	✓ পর্যাপ্ত কাঁচামালের অভাব রয়েছে। ✓ প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা। ✓ প্রচারের অভাব।

বৈদেশিক বিনিয়োগ

☐ FDI/বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সরকারের পদক্ষেপ

- **BIDA গঠন ও পরিচালনা :** ২০১৬ সালে সরকার বিডা গঠন করে। এর মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বিডা দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার আওতায় ২৫০০০ উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করেছে।
- **One Stop Service প্রদান :** One Stop Service এর মাধ্যমে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি আইন পাশ হয়। পরবর্তীতে ২০১৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারিতে অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) সেবা প্রদান শুরু করে বিডা। যার প্রধান উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। বর্তমানে ৩৫টি প্রতিষ্ঠানের ১৫৪টি সেবা পর্যায়ক্রমে বিডার ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে বিডা এবং ১৬টি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- **Ease of Doing Business উন্নতি :** World Bank কর্তৃক প্রকাশিত Ease of Doing Business -এ বাংলাদেশ প্রতিবছরই উন্নতি করছে।
- **BEPZA ও BEZA-র মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন :** সরকার বেপজার মাধ্যমে ইপিজেডসমূহের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করছে এবং বেজা-এর মাধ্যমে SEZ (Special Economic Zone) গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ করছে।

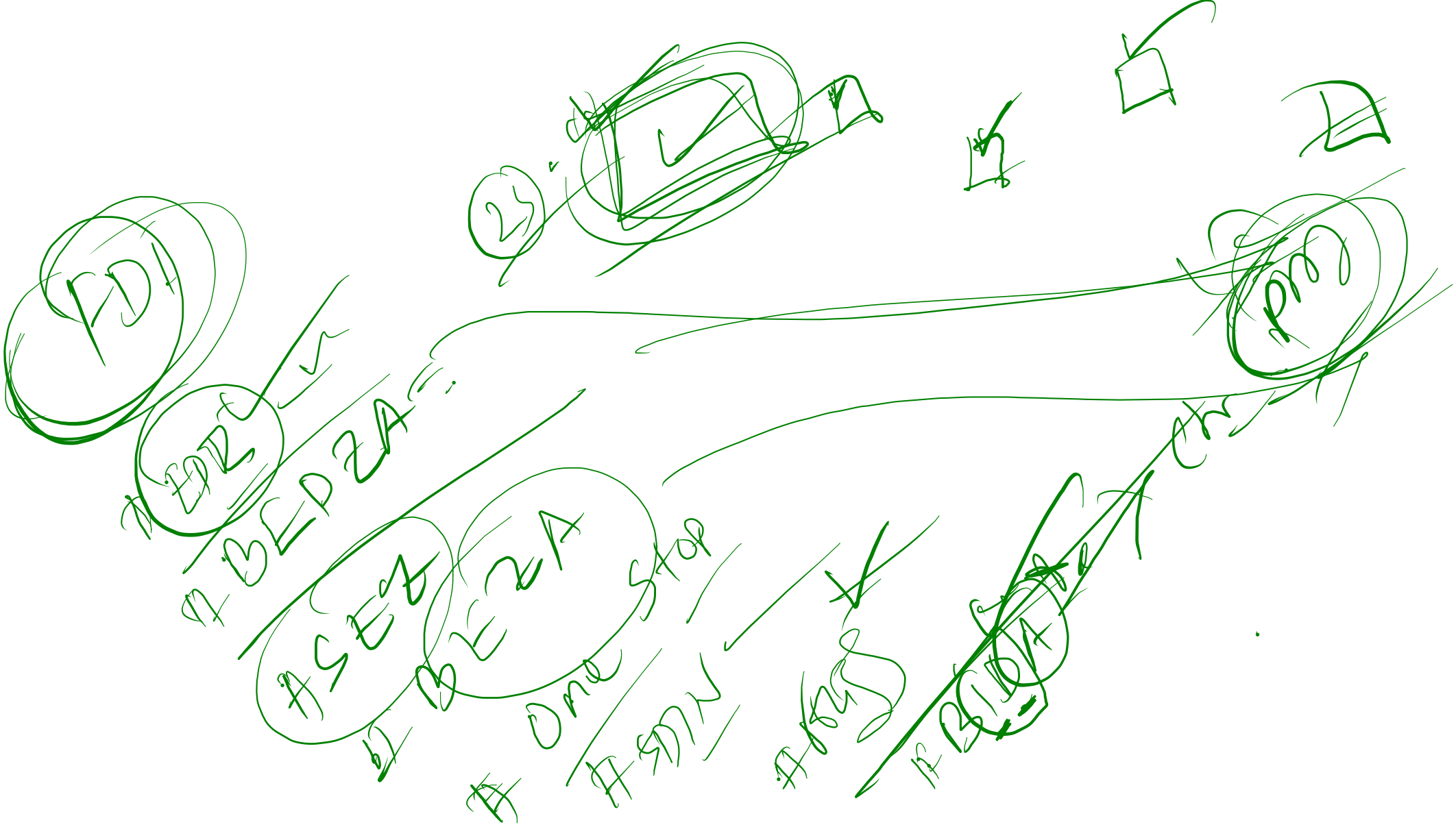

বৈদেশিক বিনিয়োগ

- **বিদ্যুৎ ও গ্যাসের অবাধ সরবরাহ :** ইপিজেড ও অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও গ্যাস সুবিধা দিতে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও গ্যাস আমদানির উপর মনোযোগ দিয়েছে।

- **যোগাযোগ ব্যবস্থা ও উন্নত অবকাঠামো তৈরি :** যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার মেগাপ্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও আইটি পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণ করছে।

- **SEZ গঠন:** সরকার সারাদেশে ১০০টি SEZ গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যার মধ্যে ৯৩টি অনুমোদন পেয়েছে। ইতোমধ্যে ২৮টিরও বেশি কাজ চলমান আছে।

- **ট্যাক্স হলিডে :** সরকার বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে SEZ সমূহে ১০ বছর মেয়াদী ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা করেছেন।

বিশ্বায়ন (GLOBALIZATION)

ইংরেজি 'Globe' থেকে Globalization শব্দটি এসেছে, যার অর্থ বিশ্বায়ন। এটা একটা প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়া গোটা বিশ্বকে মানুষের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। জাতিরাষ্ট্রের সীমানাকে তুলে দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে একটি গ্রামে পরিণত করেছে। বিশ্বায়ন হলো বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। বাণিজ্যকে বাধাহীনভাবে বিশ্বব্যাপী পরিচালনা করার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতিমালাই হলো বিশ্বায়ন। আবার বিশ্বায়ন বলতে সারা বিশ্বে পণ্য ও পুঁজির অবাধ প্রবাহকে বোঝায়।

পুঁজিসহ উৎপাদনের সকল উপকরণ আন্তর্জাতিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের দ্বারা একটি বিশ্বগ্রাম (Global Village) প্রতিষ্ঠা করাকে বিশ্বায়ন বলা যায়। এর ফলে, নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনের দ্বারা রাষ্ট্রীয় সীমানার বিলুপ্তি ঘটে, বিশ্বব্যাপী সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়, বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে অর্থ ও সম্পদের অবাধ প্রবাহ ঘটে। ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে জেনেভায় শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বহুজাতিক সাধারণ চুক্তি (General Agreement on Tariffs and Trade or GATT) সম্পাদনের সাথে সাথে বিশ্বায়ন ধারণার সূত্রপাত হলেও নব্বই দশকের শেষদিকে এর সাথে আমাদের পরিচয় ঘটে। বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো –

✓ পণ্য ও শ্রমের অবাধ প্রবাহ	✓ বাজার উন্মুক্তকরণ	✓ তথ্যের অবাধ প্রবাহ	✓ পুঁজির অবাধ প্রবাহ

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- (ক) 'ভিশন ২০৪১' কী? [৪৩তম বিসিএস]
- (খ) 'ভিশন ২০৪১' অর্জনের জন্য সরকারের গৃহীত প্রধান প্রধান পদক্ষেপ কী কী? [৪৩তম বিসিএস]
- 'টেকসই উন্নয়ন'-এর ধারণাটি ব্যাখ্যা করে বর্তমান বিশ্বে টিকে থাকার জন্য এর গুরুত্ব ও উপায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস]
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যসমূহ কী কী? [৩৬তম বিসিএস]
- বাংলাদেশ সরকারের ২০২১ সালের মধ্যে উন্নয়নের লক্ষসমূহ পর্যালোচনা করুন। [৩৬তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের অর্থনীতির বিকাশের জন্য এ যাবত গৃহীত কৌশল ও নীতিসমূহের সমালোচনামূলক পর্যালোচনা করুন। [৩৪তম বিসিএস]
- বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিকতা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোপ্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করুন। [৩৪তম বিসিএস]
- টেকসই উন্নয়ন বলতে কী বুঝায়? বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নে অন্তরায়গুলো কী কী? [৩৩তম বিসিএস]
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বলতে কী বোঝেন? নির্ধারিত লক্ষ্যগুলি অর্জনে বাংলাদেশের বর্তমান অগ্রগতি পর্যালোচনা করুন। [৩২তম বিসিএস]
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ কী কী এবং তা অর্জনে বাংলাদেশের অনুসৃত কৌশল ও অর্জিত সাফল্যসমূহ আলোচনা করুন। [৩১তম বিসিএস]

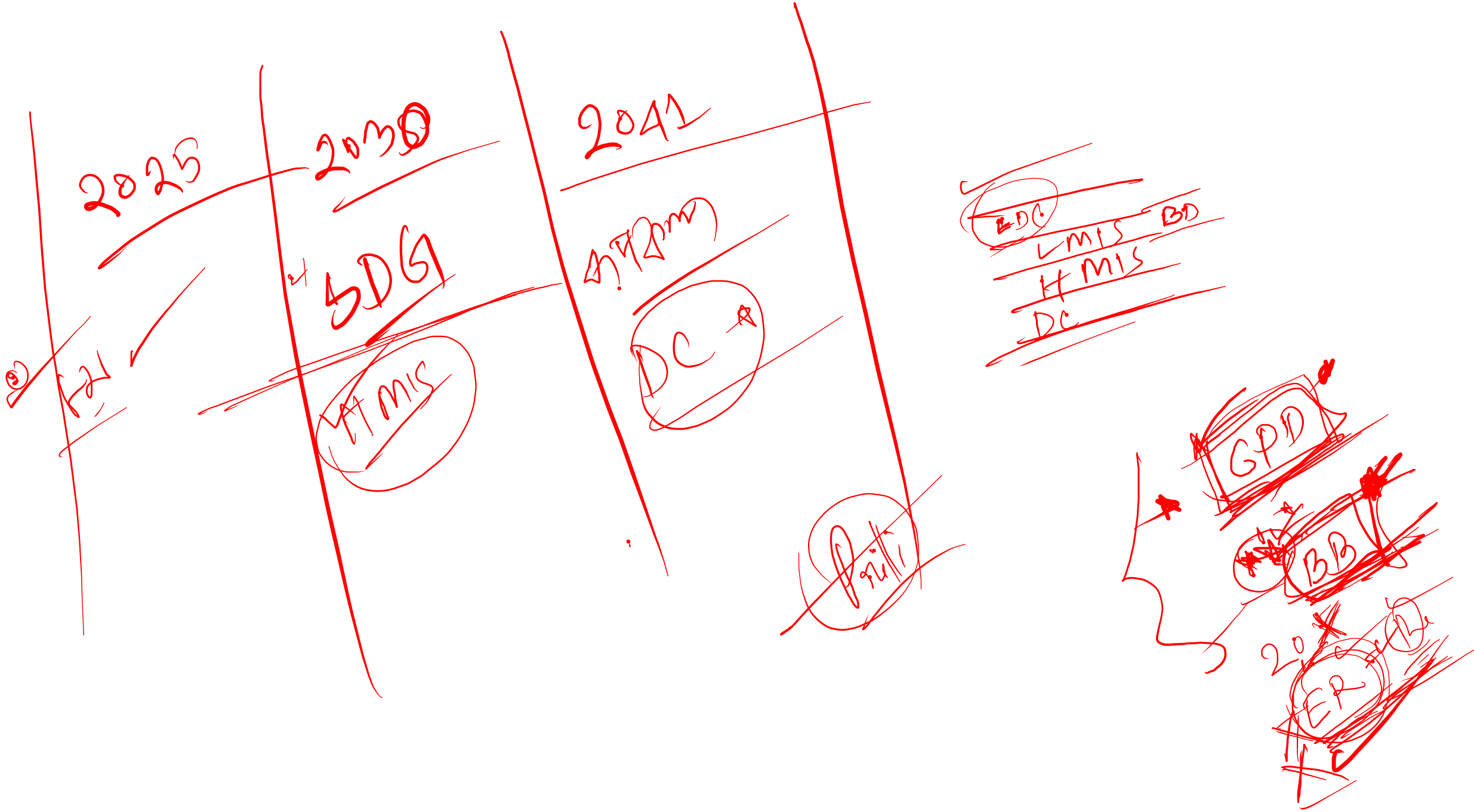

2025
2030
2041
SDG
HMIS
DC
EDC
LMIS
BD
HMIS
DC
GPD
BB
ER

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

❑ টীকাসমূহ:

- ভিশন ২০৪১ [৪৪তম বিসিএস]
- ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা [৩১তম বিসিএস]
- জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহি কমিটি (ECNEC). [৩০তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা চিহ্নিত করুন । [২৩তম বিসিএস]
- ই.সি.এন.ই.সি [১৩তম বিসিএস]
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য [২৮তম বিসিএস]

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy
Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy
YouTube Channel
https://www.youtube.com/@/Uttoron

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি
(https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)
একটি উদ্ভাস-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান
09666775566
www.uttoron.academy